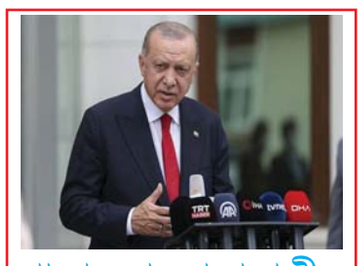

গাজায় হামলা শতাব্দীর 'শ্রেষ্ঠ বর্বরতা': এরদোগান

সারে-জমিন

কালীঘাট অভিযানে মাদ্রাসা সার্ভিস উত্তীর্ণরা

রূপসী বাংলা

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের অভূতপূর্ব সম্পর্কের রহস্য কী

সম্পাদকীয়

ইহ-পরকালীন জীবনের পরম উপঢৌকন রোজা

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৭ মার্চ, ২০২৪
২৩ ফাল্গুন ১৪৩০
২৫ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

বিশ্বজুড়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিদায় শাহবাজ নাদিমের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 65 ■ Daily APONZONE ■ 7 March 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রায়বেরিলি থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি উত্তরপ্রদেশের শক্ত ঘাঁটি রায়বরেলি থেকে নির্বাচনী অভিষেক করতে চলেছেন। সূত্রের খবর প্রিয়াঙ্কা প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে। এদিকে রাহুল গান্ধি কংগ্রেসের আরেক ঘাঁটি আমেথিতে ফিরবেন। ২০১৯ সালে তিনি বিজেপির স্মৃতি ইরানির কাছে হেরে যান। রাহুল অবশ্য কেরলের ওয়ানাড় আসন থেকেও লড়বেন। এর আগে, উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতা বুধবার বলেন, দলের নেতা রাহুল গান্ধি আমেথি থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, যে আসনটি তিনি ২০০২ সাল থেকে বেশ কয়েকবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দিল্লিতে একটি সভা শেষে ফিরে আসা কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রদীপ সিঙ্খল বলেছেন, রাহুল গান্ধি আমেথি থেকে দলীয় প্রার্থী হবেন এবং শীঘ্রই তাঁর নাম ঘোষণা করা হবে। যদিও এ বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে কিছু জানানো হয়নি। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক এখনও হয়নি। রাহুল ২০০২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমেথিতে কংগ্রেস প্রার্থী।

মোদির সফরের দিন বিজেপিকে বিঁধে মমতার মন্তব্য

'বহিরাগত জমিদাররাই' বাংলায় অশান্তি ছড়াচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত 'জনগর্জন' সমাবেশে রাজ্যের সব মানুষকে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার রাজ্যে মানুষকে বিভক্ত ও ক্ষতি করার চেষ্টা করছে এবং অশান্তি ছড়াচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বহিরাগত জমিদার' বলতে বিজেপিকে বোঝায়। বাংলার ধৈর্য ও সৌজন্যবোধকে দুর্বলতা বলে ভুল করা উচিত নয়। ১০ মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বহিরাগত জমিদারদের অবশ্যই এটি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এই রবিবার ব্রিগেড গ্রাউন্ডের 'জন গর্জন সভা' সেই ভূমিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হবে যা সর্বদা তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। বাংলার সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য জনগণের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগ দিন। বাংলা পথ দেখাবে।

বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। ৪ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়ো পোস্টে রাজ্যের জনগণকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রচুর সংখ্যায় জড়ো হওয়ার আহ্বান জানাতে শোনা গেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাস্তা নির্মাণ, বাড়ি নির্মাণ, ১০০ দিনের কাজ, স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের জন্য অর্থ বন্ধ করে বাংলা এবং তার মানুষ যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব। তারা বাংলায় এমন এক অশান্ত পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে, যা বাঙালি মূল্যবোধের পরিপন্থী।

মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন,যে বাংলার লোকেরা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না এবং একাধিক সংস্কৃতির লোকদের গ্রহণ করে। তিনি বলেন, বাংলা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী এবং এটি সমস্ত সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখায়। আমরা বলি যে যদিও মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস থাকতে পারে, তবে তাদের চারপাশের উৎসবগুলি প্রত্যেকের ভাগ করে নেওয়ার জন্য। আমরা নিজেদের মধ্যে বৈষম্য করি না। তারা যেভাবে বাংলাকে বিভক্ত করার এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে তা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি, মুসলিম এবং খ্রিস্টান সব সংস্কৃতিকে ভালোবাসি। আমরা সবাইকে ভালোবাসি। আমরা সবাইকে আমাদের মধ্যে এক মনে করি। কিন্তু আপনি যদি বাংলাকে অপমান করেন, তার মানে এখানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের অপমান করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলা যেভাবে ভারতকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে, তারাও তাই করবে।

মমতা আরও বলেন, বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ দেখিয়েছে, ভারতের নবজাগরণের পথ দেখিয়েছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলার অবদান রয়েছে। এই বাঙালি চেতনাকে টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্র চলছে। আসুন আমরা একদিনের জন্য এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই।

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে হস্তান্তর করল সিআইডি

আপনজন ডেস্ক: সন্দেশখালিতে ইডি দলের উপর হামলার মামলায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা শেখ শাহজাহানকে বুধবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে সিআইডি।

শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার পর জোকা ইএসআই হাসহাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় নিজাম প্যালেসে। কলকাতা হাইকোর্ট বুধবার বিকেল সওয়া চারটের মধ্যে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হেফাজতে নেওয়ার জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় এজেন্সির একটি দল কলকাতার ভবানী ভবনে সিআইডির সদর দফতরে পৌঁছায়, যেখানে শাহজাহানকে ২৯ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারের পর থেকে রাখা হয়েছিল।তবে শাহজাহানকে শারীরিক হেফাজতে পেতে সিবিআই দলকে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেসময় সিআইডি কর্মকর্তারা শাহজাহানকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সরকারি এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। শাহজাহান ফিরতেই সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিবিআই জোকা ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যায়।

মেট্রোর নয়া রুটের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার কলকাতায় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো লাইনে হুগলি নদীর নীচে থেকে যাওয়া সুড়ঙ্গ পথে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো রেল পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। এর পাশাপাশি আরও দুটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদি নতুন গড়িয়া-বিমানবন্দর রুটের নিউ গড়িয়া থেকে রুবি হাসপাতাল ক্রসিং সেকশন এবং জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো রুটে তারাতলা-মাঝেরহাটের উদ্বোধন ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোট ১৫,৪০০ কোটি টাকার মেট্রো সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই মেট্রো সার্ভিসের প্রথম রাইডও নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে এই আন্ডারওয়াটার মেট্রোর প্রথম পরিষেবা উপভোগ করেন। এই মেট্রো চলবে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে। টানেলটি হুগলি নদীর তলদেশ থেকে ৩২ মিটার নীচে ট্রেন বহন করবে। ফলে যাত্রীদের যাতায়াতের সময় কমবে। হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেডের মধ্যে হুগলি নদী পার হওয়ার সময় সুড়ঙ্গে নীল আলো দিয়ে মেট্রো যাত্রীদের স্বাগত জানানো হয়। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে মেট্রোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসেন মোদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রধানমন্ত্রী এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের পর স্কুল ছাত্রদের নিয়ে দেশের প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো রাইড নেন। উল্লেখ্য, কলকাতার নতুন আন্ডারওয়াটার মেট্রোর দৈর্ঘ্য ১৬.৬ কিলোমিটার। হুগলি নদীর তলদেশের সুড়ঙ্গ সহ হাওড়া ময়দান থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ প্রায় ১০.৮ কিলোমিটার বিস্তৃত, এটি দেশের গভীরতম। বাকিটা মাটির উপরে আন্ডারওয়াটার মেট্রোতে ছয়টি স্টেশন রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ভূগর্ভস্থ। মেট্রোটি মাত্র ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে ৫২০ মিটার নদী প্রসারিত অতিক্রম করে। প্রথম দুই কিলোমিটারের জন্য আন্ডারওয়াটার মেট্রোর টিকিটের দাম মাত্র পাঁচ টাকা থেকে শুরু । তারপরে, ১০, ১৫, ১৫, ২০। সর্বোচ্চ ২৫ টাকা।

প্রথম নজর

গরু পাচার কাণ্ডে ফের ইডির হানা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: গরু পাচার কাণ্ডে ফের বোলপুরে কেন্দ্রীয় এজেন্সি হানা। বোলপুরের শান্তিনিকেতন রোডের উপর ইউনিয়ন ব্যাংকে হানা দিয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ব্যাংকের ভিতরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে মা কালীর সোনার গহনা, বিলাস বহুল দলীয় কার্যালয় সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করছে। অনুব্রত মণ্ডলের পার্টি অফিসের কালী মায়ের প্রায় ৫৬০ ভরি সোনার গহনা আছে। সেই সোনার গয়নার কোন টাকার উৎস থেকে এলো? এছাড়াও তৃণমূলের বীরভূম জেলার প্রধান দলীয় কার্যালয়ের তৈরিতে সেই টাকা বা কোথা থেকে এসেছ ? সামগ্রিক বিষয় নিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রায় ছয় ঘন্টা তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করার পর ইডি আধিকারীরা ব্যাংক থেকে কিছু নথিপত্র এবং ব্যাগ নিয়ে বের হলেন। কিন্তু অজানা রয়ে গেল ব্যাগে করে আধিকারীরা কি নিয়ে গেলেন সেটাই এখন প্রশ্ন? ব্যাংক আধিকারিক সঙ্গে কথা বলতে গেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন না বলে জানান।

গলসিতে উদ্ধার সাতটি তাজা বোমা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির ১ নং ব্লকের রাইপুর পুল থেকে সোদপুর যাবার রাস্তায় মিললো সাতটি তাজা বোমা। এমন ঘটনার জেরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রণডিহা মান ক্যানলের বাধে একটি বস্তায় ওই সাতটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। রাইপুর থেকে বামুনারা হয়ে সোদপুর যাবার পথে দরুনা পুলের নিকট একটি বস্তা পরে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে রাখে পুলিশ। খবর যায় সিআইডি বোম ডিস্পোজাল স্কয়ারে। দুপুরে সিআইডি বোম ডিস্পোজাল স্কয়ার এর প্রতিনিধিদল সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করে। বোমাভর্তি বস্তাটি কিভাবে ওই জায়গায় এলো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৯ ই ফেব্রুয়ারী ওই ক্যানালের বাঁধে পোতনা গ্রামের মোড়ের কাছে একটি ঘি এর জারে উদ্ধার হয় বোমা। সেগুলি নিস্ক্রিয় করে বোম ডিস্পোজাল স্কোয়াড।

তাপসের ইস্তফাপত্রে ত্রুটি, গৃহীত হল না

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিধায়ক তাপস রায়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন না বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পেশ করা পদত্যাগ পত্রে একটি শব্দে ত্রুটি থাকায় বুধবার দুপুরে সেই পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ না করে,তাপস রায়কে ফিরিয়ে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ।তাপস কান্ডে নতুন মোড়। আগের ইস্তফাপত্র গৃহীত হল না। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বৃহস্পতিবার আবার শুনানি। তাপসবাবুকে বলা হয়েছে নতুন করে ইস্তফাপত্র জমা দিতে। আগের ইস্তফাপত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। তাপস রায় অধ্যক্ষের সেই নির্দেশে সম্মতি জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। বৃহস্পতিবার ফির নতুন পদত্যাগ পত্র বিধানসভায় জমা দেবেন তাপস রায়। এদিকে বুধবার বিকেলেই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন তাপস রায়। বুধবার দুপুরে দাবি রাজনৈতিক মহলের। রাজনৈতিক মহলের দাবি, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। তাপস রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে সেক্টর ফাইভের বিজেপি অফিসে গিয়ে যোগ দিতে পারেন তাপস রায়।

গত সোমবারই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তাপস রায়। এর আগে ১ মার্চ দলত্যাগ করেছিলেন। বিধায়ক পদ ছাড়ার দিনেই অভিযোগ করেছিলেন, দল তাঁকে অবহেলা করেছে। সেদিন থেকেই জল্পনা শুরু হয়, তাঁর বিজেপিতে যোগ নিয়ে।

সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তাপস রায় দাবি করেন, ৫২ বছর তিনি রাজনীতি করছেন। কিন্তু দুর্নীতিকে কখনও প্রশয় দেননি। তারপরেও তাঁর বাড়িতে ইডিকে পাঠানো হয়েছিল। এর পিছনে তৃণমূলের একাংশের হাত ছিল বলেই অভিযোগ করা হয়েছে।

কালীঘাট অভিযানে মাদ্রাসা সার্ভিস উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গ্রামের মাদ্রাসাগুলোকে বাঁচতে শিক্ষক বদলির পূর্বেই উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবিতে বুধবার প্রথমে বিকাশ ভবন অভিযান করেন মাদ্রাসা সার্ভিস উত্তীর্ণরা। কিন্তু ডেপুটেশন দিতে গেলে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশন সেখানে ছিলেন না। প্রায় দু ঘন্টা অপেক্ষা করার পরও তার সাক্ষাৎ না মেলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাথ্যায়ে অভিযোগ জানাতে তারা চলে যান কালীঘাটের উদ্দেশ্যে।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশ প্রার্থী মঞ্চ এর সভাপতি মনিরুল ইসলাম জানান, যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের ৪নং গেট থেকে বের হতেই কয়েক শ পুলিশ ঘিরে ধরে চাকরি প্রার্থীদের। আটক করে নিয়ে যায় কালীঘাট থাকায়। কালীঘাট থানার বড় বাবু চেয়ারম্যান এর সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন চেয়ারম্যান দ্রুত চাকরি প্রার্থীদের সাথে আলোচনায় বসবেন। নতুন চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগের যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে সেটা দ্রুত সমাধান হবে। তারপর প্রশাসনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ হয় ও কালীঘাট থানার বড়বাবু মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন কপি জমা দেওয়া হয়। মাদ্রাসা সার্ভিস উত্তীর্ণদের অভিযোগ, এর পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণের সাথে জট কাটানোর বারংবার বৈঠক হলেও, সর্বমোট ৫ খানা নিয়োগের নির্দেশ হয়েছে তবুও এখনো কোন সুরাহা হয়নি উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের। চাকরি প্রার্থীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন দুদিনের পর আবার আমরা কালীঘাট অভিযানে যাবো সমস্যার সমাধান না হলে।

তারা আরও জানান, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ২০১৩ সালে বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিলো ৩১৮৩ কিন্তু প্যানেল ছাড়ায় নিয়োগ হয় মাত্র ১৫০০ র মত ।সেখানেও প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে।২০১০ সালের গেজেটের কোন নিয়ম মানা হয়নি। কি নিয়ম মেনে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে সেটার কোন সদুত্তর নেই কমিশনের অফিসারদের কাছে।

রাতেই নিজাম প্যালেসে শাহজাহানকে জেরা শুরু সিবিআই আধিকারিকদের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিয়ে সময় নষ্ট করতে নারাজ সিবি আই। ভবানী ভবন থেকে শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিয়ে সিবিআই অফিসাররা তাকে হাজির করে জোকায় ইএসআই হাসপাতালে। সেখানে তার শেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এরপর সেখান থেকে চিকিৎসকদের পাওয়া ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে শেখ শাহজাহানকে নিয়ে আসা হয় নিজাম প্যালেসে। রাতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সিবিআই। ইতিমধ্যে সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি নতুন করে তিনটি মামলা দায়ের করেছে। অতএব সেই অভিযোগ গুলোর উত্তর খুঁজতে সময় নষ্ট না করে রাতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সিবিআই। একাধিক অফিসার প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেয় শেখ শাহজাহানের দিকে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সিআইডি হেফাজতের মতই শেখ শাহজাহান প্রায় সব প্রশ্নের উত্তরে 'জানি না' শব্দটি ব্যবহার করে । তবে ভবানী ভবনের বদলে বর্তমানে শেখ শাহজাহানের ঠিকানা নিজাম প্যালেস। তাই সব প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রীয় এজেন্সি পাবে বলে মনে করছে। এদিকে, ভবানী ভবনের পেছন দিকের গেট দিয়ে শেখ শাহজাহানকে বের করে পুলিশ নিয়ে যায় এসএসকে হাসপাতালে। বুধবার সন্ধ্যায় সেখানে চিকিৎসকরা শেখ শাহজাহানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফিট সার্টিফিকেট দেন। এরপর শেখ শাহজাহানকে কড়া নিরাপত্তায় ফিরিয়ে আনা হয় ভবানী ভবনে। বুধবার সন্ধ্যার পর শেখ শাহজাহানকে আদালতের নির্দেশ মেনে সিবিআই- এর কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে ভবানী ভবন। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশ নামা নিয়ে এবং প্রচুর সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান নিয়ে বুধবার দুপুরের পর ভবানী ভবনে পৌঁছে যায় সিবিআই। কিন্তু শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তর করার আগে যেহেতু সে এতদিন সিআইডি হেফাজতে ছিল, তাই তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নেয় ভবানী ভবন।

মঙ্গলবারই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। এমনকি বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে শেখ শাহজাহানকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই রায়ের পরেই সন্দেশখালিকাণ্ডের মূল হোতাকে হেফাজতে পেতে ভবানী ভবনে সিআইডি দফতরে যান সিবিআই আধিকারিকরা। সিআইডি আধিকারিকরা জানিয়ে দেন, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে রাজ্য সরকার। ওই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের আর্জিতে কোনও রকম সাড়া দেয়নি শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না জানিয়ে দেন, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এখনই হস্তক্ষেপ করবে না শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির উদ্দেশে বিচারপতি খান্না বলেন, 'জরুরি শুনানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র নিতে পারেন প্রধান বিচারপতি। আপনারা প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হন।' অন্যদিকে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে শাহজাহানকে মঙ্গলবার সিবিআইয়ের হাতে না তুলে দেওয়ায় রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে এদিন ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বিকেলে সোয়া চারটের মধ্যে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে শাহজাহানকে। সাড়ে চারটে নাগাদ আদালতের গোচরে বিষয়টি আনারও নির্দেশ দেন বিচারপতিরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্রিগেড প্রস্তুতি সভায় মৌসম বেনজির নূর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আগামী ১০ই মার্চ ব্রিগেডের ময়দানে জনগর্জন সমাবেশ উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে প্রচার অভিযান। ব্লক থেকে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি সভা। বুধবার মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাকুড়তলা ময়দানে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নূর, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা তথা শহর তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর, তৃণমুল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভীষ্মদেব কর্মকার সহ জেলা ও শহর তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্বরা। এদিনের প্রস্তুতি সভায় মুর্শিদাবাদ থেকে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল সমর্থক যাতে জনগর্জন সভায় অংশ নেন, তার জন্য বিশেষ আহ্বান জানান মৌসুম নুর।

মণিপুর, হাথরসের স্মৃতি তুলে ধরে মোদিকে পাল্টা জবাব তৃণমূলের

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: একদিকে বাংলায় মহিলারা যখন রাজ্যের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তখন ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতে। বিজেপির 'নারী শক্তি বন্ধন' সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির গলায় শোনা যায় নারী বন্দনা। মোদির বক্তব্য বাংলার মহিলাদের মন পাওয়ার জন্যই তা এক প্রকার স্পষ্ট বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এদিন রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মোদি অভিযোগ করেন, তারা কখনোই মা-বোনেদের সুরক্ষা দিতে পারবে না। অন্যদিকে, বিজেপি সরকার ধর্ষণের মতো ঘটনায় ফাঁসির সাজার ব্যবস্থা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন । প্রধানমন্ত্রী বুধবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার হন । এ সময়ে তিনি সন্দেশখালিতে সম্প্রতি নারীদের উপরে অত্যাচারের অভিযোগের কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন । প্রধানমন্ত্রী বলেন, মা-বোনেদের উপর অত্যাচার করে টিএমসি ঘোর পাপ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে পাল্টা জবাবে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে টার্গেট করেছেন। তৃণমূল মুখপাত্র সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, সবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা যার নাম সিবিআইয়ের এফআইআরে রয়েছে, তাকে পাশে বসিয়ে তিনি দুর্নীতির কথা বলছেন! যখন তিনি জানেন, দুর্নীতিগ্রস্ত হিমন্তবিশ্ব শর্মা, নারায়ণ রানে বা অজিত পাওয়ারের মতো নেতাদের তিনি নিজের দলে শামিল করে কোথাও মন্ত্রী, কোথাও উপ-মুখ্যমন্ত্রী করেছেন! রাজ্যে নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে টার্গেট করে তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'মণিপুরে ৬/৭ মাস ধরে মহিলা ধর্ষিতা হয়ে নগ্ন করে তাদের যখন প্যারেড করানো হয়, বা মধ্য প্রদেশে অন্তসত্ত্বা মহিলাকে যখন পুড়িয়ে মারা হয়, হাথরস, উন্নাও, বলরামপুরের মতো ঘটনা যখন ঘটে, বা স্মৃতি ইরানির কেন্দ্রে যখন ধর্ষিতা মহিলাকে বিষ খেতে হয়, রাজস্থানে ধর্ষিতা মহিলাকে যখন জলের ট্যাঙ্কির উপর উঠে চিৎকার করে বিচার চাইতে হয়, গত স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের পর বিকেলে বিলকিস বানুর ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার পর তার দলের নেতারা যখন তাদের ফুলের মালা পরিয়ে সম্ভাষণ করেন তখন তিনি কোথায় থাকেন, তখন কেন তার মাথা হেঁট হয় না?'

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টার্গেট করে বলেন, মণিপুরে মায়েদের অপমান করা হয়েছে। আমাদের শিখ সম্প্রদায়ের মহিলারা প্রতিবাদ করছেন তার সন্তানকে খালিস্তানি বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে, মায়ের নামে দিচ্ছেন এতে আপনি পার পাবেন না বলেও মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার রাজ্য গুজরাটে বিলকিস বানুর ধর্ষণকারীদের, সাজাপ্রাপ্তদের আপনার দলের সরকার জেলের গেট খুলে বরণ করেছিল, সেই বিষয়ে আপনি নীরব ছিলেন কেন? বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে যেসব অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে কুণাল ঘোষ আজ সে সব প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আপনার মুখে মহিলাদের সম্মানের কথা মানায় না বলে মন্তব্য করেন। সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা' মহিলাদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বারাসতে তাঁর জনসভা ছিল। সেখানেই ভাষণের পর মঞ্চের পিছনে 'নির্যাতিতা'দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

মোদি বলেন, ''বাংলার মাটি নারী শক্তির অনেক বড় কেন্দ্র। কিন্তু তৃণমূল এই ভূমিতে নারী শক্তিকে অত্যাচার করেছে।

বরুইয়ে একই দিনে দুটি গার্ডওয়ালের শিলান্যাস জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: যেমন কথা তেমন কাজ। কথা দিয়ে কথা রাখলেন জেলা পরিষদ। একই দিনে দুটি গার্ডওয়ালের শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের কৃষি ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। খুশি এলাকার মানুষজন। জানা গেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের চোপাল বড় মসজিদের পাশে জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৫৮৪৮৪৮ টাকা বরাদ্দে ও পেমা প্রাইমারি স্কুলে ৫৮৩৮৪৮ টাকা বরাদ্দে নির্মিত হবে গার্ডওয়াল। বুধবার ফিতা কেটে সেই কাজের শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের কৃষি ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। এদিন শিলান্যাসে উপস্থিত ছিলেন, বরুই অঞ্চল সভাপতি মিন্টু আলম, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যা কোয়েল দাসের স্বামী জগন্নাথ সাহা ও তৃণমূল নেতা নুর আজম সহ অন্যান্যরা। রবিউল ইসলাম বলেন,'গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার লোকেদের কথা দিয়েছিলাম আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি গার্ডওয়াল নির্মাণের কাজ করে দিব।এলাকার মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে।যেমন কথা দিয়েছিলাম তেমন কাজ করে দিলাম।'

পানীয় জলের দাবিতে বিডিও অফিসের সামনে কলসি হাতে বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে পৌঁছানো হয়েছে নল বাহিত কল। কিন্তু অধিকাংশ কলে পড়ে না জল। সেই অভিযোগ জানাতে হাজির হয়েছিলেন শতাধিক পুরুষ মহিলা খয়রাসোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে। ঘটনাটি খয়রাসোল ব্লকের কেন্দ্রগড়িয়া পঞ্চায়েতের ফুল্যাচক ও জামরান্দ গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা তথা মানবাধিকার কর্মী গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা হাতে কলসি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য উক্ত দুটি গ্রামের কলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড থাকার ফলে কম বয়সে বার্ধক্যের ছাপ, দাঁতের ছোপ, পেট মোটা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বহু আবেদন নিবেদন করে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কল বসানো হয় বাড়ি বাড়ি। কিন্তু বেশিরভাগ কলে জল পড়ে না। এ নিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও সমাধা হয়নি। তাছাড়া জল দেবার সময়সীমা ও উল্লেখ আছে দিনে তিনবার। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন্দু গাঙ্গুলীর হাতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় উক্ত দুটি গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে বিডিও আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবার আশ্বাস দেন বলে বিক্ষোভকারীদের দাবি।

বিজেপির ধর্মীয় ধ্বজাধারীরা ফায়দা তুলতে বাংলায় নেমেছে: তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: ১০ মার্চ তারিখ ব্রিগেডে জনগর্জন সভাকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খড়িবাড়ি বাজারে জনগর্জন সভার প্রস্তুতি সভায় অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত -২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু মুখ তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলী, সাবিনা খাতুন, ইফতেখার উদ্দিন, হাফিজুর রহমান,সহিদুল ইসলাম, রেজাউল করিম,রঞ্জিত মন্ডল প্রমুখ। একেএম ফারহাদ বলেন, ভোটের সময় বসন্তের কোকিলেরা বাংলায় এসে বসে, ভোট মিটে গেলে ফুরফুর করে উড়ে চলে যায়। তাই ভোট পাখিদের ধান্দা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে, এবারে ওদের শূন্য হাতে ফেরত পাঠাবে দিল্লিতে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, এখন বিজেপি নামক ধর্মীয় ধ্বজাধারীরা ফায়দা তুলতে বাংলায় নেমেছে তা কোন ভাবেই সফল হবে না। বিজেপিকে বাংলা ছাড়া করতে ব্রিগেড অভিযান।

বহরমপুরে ইমাম মুয়াজ্জিনদের বিশেষ সভায় সম্প্রীতি রক্ষার ডাক

সজিবুল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কালেক্টরেট হলে অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষ থেকে আয়োজিত জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো এদিন।

জেলার প্রতিটি ব্লকের জিম্মাদারগণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের হাতে মাহে রমজানের তোফা তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান পীরজাদা এ.কে. এম. ফাহাদ,বিধায়ক হুমায়ন কবির, অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মোজাফফর খান, মুফতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ। এদিনের সমাবেশ থেকে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়।পাশপাশি ইমাম মুয়াজ্জিনদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিনের সমাবেশ থেকে। জেলার প্রতিটা ব্লকের দায়িত্বশীল ইমাম দের বিশেষ করে বার্তা দেওয়া হয় যে সামনেই পবিত্র মাহে রমজানের মাস সেই মাসে সাধারণ মানুষকে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেন। পবিত্র মাহে রমজান মাস উপলক্ষে ইফতারি সামগ্রী এদিন বিতরণ করা হয়।

প্রথম নজর

কাবা চত্বরে প্রবেশে নতুন বিধি-নিষেধ দিয়েছে সৌদি

আপনজন ডেস্ক: বছরের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় পবিত্র রমজান মাসে কাবায় ওমরাহ করতে আসা মুসলিমসহ দর্শনার্থী ও সাধারণ মুসল্লিদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এতে ওমরাহ করতে আসা অনেক মুসল্লি কাবা চত্বর বা মাতাফ অংশে তাওয়াফের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাই রমজান মাসে ওমরাহ পালনের জন্য আগত মুসল্লিরা যেন নির্বিঘ্নে ও সহজে কাবা চত্বর বা মাতাফ অংশে তাওয়াফের সুযোগ পান তা নিশ্চিতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।
এজন্য দর্শনার্থীসহ সাধারণ মুসল্লিদের মাতাফ অংশে প্রবেশে কড়া বিধি-নিষেধ দিয়েছে দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ওমরাহ পালনের জন্য আগতরা ছাড়া অন্য সাধারণ মুসল্লিরা তাদের নামাজ ও ইবাদতের জন্য তাওয়াফের অংশে আসতে পারবেন না।
সৌদি গণমাধ্যম আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূলত কাবার দিকে মুখ করে লাখো মুসল্লিরা নামাজ আদায় করে থাকেন। অনেকে নামাজ শেষে সেখানেই বসে ইবাদতে মশগুল থাকেন, এতে ওমরাহ পালনে আগতরা কাবা চত্বরে ঢুকতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন। এজন্য কাবা চত্বরের নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থাকা কর্মীরা শুধু ওমরাহ পালনকারীদের চত্বরে প্রবেশের সুযোগ দেবেন।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত বেড়ে ৩০ হাজার ৭১৭

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক অভিযানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৩০ হাজার ৭১৭ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো ৭২ হাজার ১৫৬ জন।
বুধবার (৬ মার্চ) এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়টির তথ্য অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় প্রায় ৮৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরো ১১৩ জন।
বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চালানো গণহত্যা, নিপীড়ণ, ভূমিদখল ইত্যাদি ঘটনার প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছিল ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস। এর প্রতিক্রিয়ায় ওইদিনই পাল্টা হামলা শুরু করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের মতে, হামাসের হামলায় দক্ষিণ ইসরায়েলে এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছেন। এসময় প্রায় ২৪০ জনকে আটক করে নিয়ে যায় প্রতিরোধ যোদ্ধারা।
তবে একটি যুদ্ধবিরতির আওতায় বেশ কয়েকজন জিম্মিকে ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করা হলেও এখনও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে জিম্মি রয়েছেন অনেকে। তাদের মধ্যে কয়েকজন গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছিল হামাস।
এদিকে, বাকি জিম্মিদের মুক্তির জন্য পবিত্র রমজান মাসের আগে গাজায় একটি বর্ধিত যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মধ্যস্থতাকারীরা। তবে এই আলোচনা আদৌও সফলতার মুখ দেখবে কিনা এ নিয়ে সন্দিহান বিশ্লেষকরা।

গাজায় হামলা শতাব্দীর 'শ্রেষ্ঠ বর্বরতা': এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনকে শতাব্দীর অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ বর্বরতা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান।
একইসঙ্গে ইসরায়েল 'ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্লজ্জ গণহত্যা' চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান মঙ্গলবার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চলমান বর্বরতার বিরুদ্ধে আবারো নিন্দা জানিয়েছেন। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত ১৫১ দিন ধরে আমরা গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বর্বরতার সাক্ষী হয়েছি। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ গণহত্যা চালানোর জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে অভিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেন, ফিলিস্তিনিদের ওপর এই বর্বরতা পশ্চিমা শক্তির সীমাহীন সমর্থনে ঘটছে।
তুরস্কের এই প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন, নেতানিয়াহু এবং হত্যাকাণ্ডে তার সহযোগীদের অবশ্যই আইন ও জনসাধারণের বিবেকের সামনে প্রতি ফোঁটা রক্তের জন্য জবাবদিহি করা হবে।
তিনি অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেন। এরদোগান বলেন, "ফিলিস্তিনিদের মালিকানাধীন জমি দখল করে আছে তারা, আর এটি সংকট সমাধানের সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর মধ্যে একটি।"
অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার সীমিত করতে কট্টরপন্থি ইসরায়েলি রাজনীতিবিদদের করা 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক' দাবির নিন্দা করে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান সকল ধর্মের ধর্মীয় স্থানগুলোতে প্রবেশাধিকার বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এছাড়া ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএন রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সিকে (ইউএনআরডব্লিউএ) অসম্মান করার জন্য ইসরায়েলের প্রচেষ্টাকেও তিরস্কার করেছেন এরদোয়ান। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, 'মিথ্যা তথ্য ও অপবাদ' দিয়ে সংস্থাটিকে অসম্মান করার যে প্রচেষ্টা তেল আবিব চালাচ্ছে তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। একইসঙ্গে এই সংস্থার অস্তিত্বকেও খর্ব করা উচিত নয়।

রমজানে আল-আকসায় নামাজ পড়তে পারবেন ফিলিস্তিনিরা : ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: জেরুসালেমে মুসলমানদের পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত আল-আকসা মসজিদে রোজায় নামাজ পড়তে কোনো বাধা নেই। বিগত বছরগুলোর এ বছরও রমজান মাসে আল-আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবেন ফিলিস্তিনিরা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়।
সংবাদমাধ্যম এএফপি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বিগত বছরগুলোতে রমজানের প্রথম সপ্তাহে যত মুসল্লি টেম্পল মাউন্টে তথা আল-আকসায় নামাজ পড়তেন এ বছরও তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তবে প্রতি সপ্তাহে জেরুজালেম ও টেম্পল মাউন্ট এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।
প্রতি বছরই রমজান মাসে আল-আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করেন লাখো মুসলমান। তবে গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান ও তার জেরে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী ও সেটেলারদের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের কারণে এ বছরের পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। আরবি বছরের হিসাব অনুসারে, আগামী ১০ বা ১১ মার্চ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান। তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এবারের রমজানে আল-আকসায় ফিলিস্তিনিদের প্রবেশের পক্ষে ছিল না ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ও কট্টর ডানপন্থী নেতা ইতামার বেন গাভির জানিয়েছিলেন, এবারের রমজানে আল-আকসায় পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত হবে না।
বেন গাভির বলেছিলেন, প্রথমত, এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা এই ঝুঁকি নিতে পারি না। দ্বিতীয়ত, যেখানে আমাদের নারী ও শিশুরা গাজায় জিম্মি হিসেবে রয়ে গেছে সেখানে টেম্পল মাউন্টে হামাস তা উদ্‌যাপন করবে এমনটা আমরা হতে দিতে পারি না। এই মন্তব্যের পর রমজানে আল-আকসায় নামাজ পড়তে দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র।
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছিলেন, এটি কেবল মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়াই নয় বরং ইসরায়েলের নিরাপত্তার সঙ্গেও ব্যাপারটি সম্পর্কিত। পশ্চিম তীর বা আশপাশের অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়ালে তা ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেবে।
নেতানিয়াহুর দফতরের বিবৃতির পর পৃথক এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা বলেছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য রমজান একটি পবিত্র মাস। বিগত বছরগুলোর মতে এ বছরও এ মাসের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে ইসরায়েল।
প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সামরিক-বেসামরিক ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিকসহ ১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় আরও ২৪০ জন ইসরায়েলি এবং অন্যান্য দেশের নাগরিককে। নজিরবিহীন সেই হামলার জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী এবং তার এক সপ্তাহ পর যোগ দেয় পদাতিক বাহিনীও। অভিযানে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৩০ হাজার ৫৩৪ জন, আহত হয়েছেন আরও ৭১ হাজার ৯৮০ জন ফিলিস্তিনি। নিহত ও আহতদের মধ্যে একটি বড় অংশই নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং বেসামরিক লোকজন।

রাশিয়ার দুই শীর্ষ কমান্ডারের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) রাশিয়ার শীর্ষ কমান্ডারদের বিরুদ্ধে ইউক্রেইনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। এই কমান্ডাররা হচ্ছেন, রাশিয়ার আর্মি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সের্গেই কোবিলাশ এবং নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল ভিক্টর সোকোলভ।
রুশ কর্মকর্তাদের ওপর এটি আইসিসি'র দ্বিতীয় দফা গ্রেফতারি পরোয়ানা। এর আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তার শিশু অধিকার বিষয়ক দূতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল এই আদালত।
রাশিয়া আইসিসি-কে স্বীকৃতি দেয় না। ফলে রুশ কমান্ডারদের এই আদালতে অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আইসিসি বলেছে, ইউক্রেইনের বিদ্যুৎ অবকাঠামোয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য এ দুই রুশ কমান্ডার দায়ী। তাদের অধীনে রুশ বাহনী ওই হামলা চালিয়েছে বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে। সেকারণে তাদের বিরুদ্ধে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। ওই অপরাধ ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে আইসিসি জানিয়েছে। আদালত বলছে, ওই হামলায় বেসামরিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এটি স্পষ্টতই বাড়াবাড়ি হয়েছে। বেসামরিক নিশানায় হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়ে ওই দুই ব্যক্তি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে দায়ী হয়েছেন এবং একইসঙ্গে অমানবিক এই কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন, বলেছে আইসিসি। ইউক্রেইনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আইসিসি'র নতুন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, আইসিসি'র তথ্যানুযায়ী, ৫৮ বছর বয়সী কোবিলাশ ওই অপরাধ সংঘটনের সময় রাশিয়ার বিমান বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। আর ৬১ বছর বয়সী সোকোলভ রাশিয়ার নৌবাহিনীর ওই সময় কৃষ্ণসাগর নৌবহরের কমান্ডার ছিলেন। রাশিয়া এর আগে ইউক্রেইন যুদ্ধে কোনও বেসামরিক অবকাঠামোকে হামলার নিশানা করার কথা অস্বীকার করেছে।

চাঁদে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে চায় চিন-রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: চীনের সঙ্গে যৌথভাবে চাঁদের মাটিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে রাশিয়া। রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের প্রধান এ কথা জানিয়েছেন। ২০৩৩-৩৫ সালের মধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। বিশ্ব যুব উৎসবের এক আয়োজনে বরিসভ বলেছেন, চীনা সহকর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে আজ আমরা সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি ২০৩৩-২০৩৫ সালের মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পাঠানো ও স্থাপনের বিষয়ে। তিনি বলেছেন, এমন মিশন তেজস্ক্রিয়তা নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হবে। বরিসভ দাবি করেছেন, এমন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রয়োজনীয়তার সমস্যাগুলো বাস্তবিকভাবে সমাধান করা হয়েছে। এমন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ফলে চাঁদে পরবর্তীতে পাঠানো সরঞ্জামের সক্রিয়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চাঁদে জ্যোতির্বিদদের ব্যবহৃত প্রচলিত সৌরশক্তির ব্যাটারি ব্যবহার করা যায় না।
রাশিয়া ও চীন মহাকাশের নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অস্ত্র তৈরি নিয়ে আলোচনা করছে বলে নিশ্চিত করার কয়েক সপ্তাহ পর এ কথা জানালেন বরিসভ।
ওই সময় রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, মস্কো ও বেইজিংয়ের কর্মকর্তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা বিনিময় করেছেন। চীন ও রাশিয়ার উদ্যোগের বিষয়ে একটি নীতিগত নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চীনা বিবৃতিতেও মহাকাশের নিরাপত্তা, জৈব নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাখাইনের রাজধানী দখলের দ্বারপ্রান্তে আরাকান আর্মি

আপনজন ডেস্ক: বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) কাছে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ রাখাইনের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারাতে চলেছে দেশটিতে ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার।
ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই প্রদেশটির রাজধানী সিতওয়ের সীমানার বাইরের বিভিন্ন এলাকা ঘেরাও করে ফেলেছে এএ যোদ্ধারা।মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতী জানিয়েছে, সোমবার (৪ মার্চ) রাখাইনের পোন্নাগিউন শহর থেকে জান্তাবাহিনীর ৫৫০ পদাতিক ব্যাটালিয়নকে উৎখাত করে শহরটির দখল নেয় আরাকান আর্মির সদস্যরা। এর মধ্যে দিয়ে রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ের আরো কাছাকাছি পৌঁছে গেল তারা। প্রতিবেদনে বলা হয়, পোন্নাগিউন শহরটি সিতওয়ে থেকে মাত্র ৩৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই মুহূর্তে আরাকান আর্মি রাজধানী সিতওয়েকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আরাকান আর্মির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পোন্নাজ্জিয়ুন শহরের দখল নিয়ে লড়াইয়ের সময় জান্তাবাহিনী যুদ্ধবিমান ও জলজ যুদ্ধযান থেকে ব্যাপক গোলা ও বোমা বর্ষণ করেছে। কিন্তু তারপরও তারা শহরটি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি এখন হামাসের হাতে: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: রমজানের আগে গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি হবে কিনা তা সে সিদ্ধান্ত এখন ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হাতে। সশস্ত্র যোদ্ধাদের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি দিলেই তবে অঞ্চলটিতে একটি দীর্ঘ ও বর্ধিত যুদ্ধবিরতির সম্ভব। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধস্থতাকারীদের মধ্যকার তৃতীয় দিনের আলোচনার শেষে এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে কায়রোতে অনুষ্ঠিতে আলোচনায় একটি ৪০ দিনের যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে কয়েক ডজন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার শর্ত রাখা হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৭ মি.

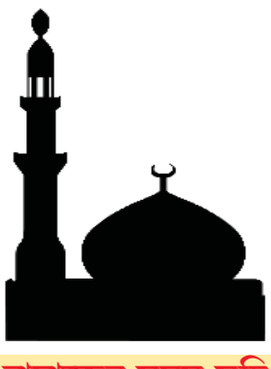

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩১	৫.৫২
যোহর	১১.৫৩	
আসর	৪.০৩	
মাগরিব	৫.৪৭	
এশা	৬.৫৬	
তাহাজ্জুদ	১১.১০	

চিনে ৫ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প

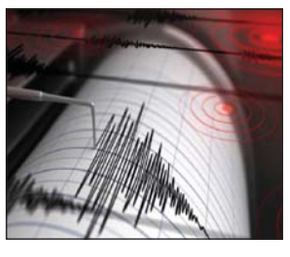

আপনজন ডেস্ক: চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে ৫ দশমিক ১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বুধবার দেশটির নিউ আকসু থেকে ১৩৩ কিলোমিটার শক্তিশালী ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।
ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল। এদিকে, এ ভূমিকম্পের পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ফের মার্কিন জাহাজে হামলা চালালো হুতি বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের চলমান বর্বরোচিত হামলা ও এতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের সমর্থনের প্রতিবাদে লোহিত সাগরে জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতি। এরই ধারাবাহিকতায় এবার ইয়েমেনের উপকূলে মার্কিন জাহাজে হামলা হয়েছে।
বুধবার (৬ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ব্রিটিশ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান অ্যামব্রে জানিয়েছে, ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলের এডেন বন্দরে একটি জাহাজে হামলার খবর পাওয়া গেছে। কাছাকাছি থাকা অপর একটি জাহাজ থেকে এ খবর পাওয়া গেছে। হামলার শিকার জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন ও বারবাডোজের পতাকাবাহী।
অ্যামব্রে জানিয়েছে, এডেন বন্দর থেকে ৫৭ ন্যাটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থান করছিল। এ সময় জাহাজটির কাছে অপর একটি জাহাজ যায়। তারা নিজেদের ইয়েমেনের নৌবাহিনী পরিচয় দিয়ে জাহাজটির পথ পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। রয়টার্স জানিয়েছে, হামলার পর তারা অন্যান্য জাহাজকে জাহাজটির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সতর্কতা জারি করেছে। হামলাটির সাথে হুতিদের হামলার ধরনের মিল রয়েছে বলেও জানিয়ে সংস্থাটি। যুক্তরাজ্যের আরেক সংস্থা ইউকেএমটিও এ হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে তারা এ হামলার বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানায়নি।

রণে ভঙ্গ দিলেন নিকি হ্যালি, ফের ট্রাম্প-বাইডেন লড়াই

আপনজন ডেস্ক: রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাড়াচ্ছেন নিকি হ্যালি। এতে দলটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না। ফলে আবারও মার্কিন নির্বাচনে লড়াই হবে বাইডেন ও ট্রাম্পের।
বুধবার (৬ মার্চ) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাতিসংঘের সাবেক এই রাষ্ট্রদূত। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের জো বাইডেনের সঙ্গে রিপাবলিকান দলের ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরই তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন।
এ বিষয়ে তিনি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাবেন বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সক্রিয়ভাবে রিপাবলিকান এবং স্বাধীন ভোটারদের সমর্থন চাইতে অনুরোধ করতে পারেন যারা আগে তাকে সমর্থন করেছিলেন।
সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, সুপার টুয়েসডেতে রিপাবলিকান মনোনীত প্রতিযোগীতায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় সব রাজ্যে জয়লাভ করার কয়েক ঘণ্টা পরেই এই খবর আসে। ভোটাররা বলছেন অভিবাসন ও অর্থনীতি তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গাজায় ত্রাণবাহী গাড়ি ঢুকতে বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উত্তর অংশে জরুরি ত্রাণবাহী গাড়ির বহর ঢুকতে বাধা দিচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। বুধবার (৬ মার্চ) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জানিয়েছে, উত্তর গাজায় প্রবেশের আগে একটি ত্রাণবহরে বাধা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা।
'দুর্ভিক্ষ এড়াতে' সেখানে ত্রাণবহরের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে বলে জানায় সংস্থাটি।
ডব্লিউএফপি জানায়, ১৪টি ট্রাকের ওই খাদ্য ত্রাণবাহী বহরটি দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের ওয়াদি গাজা চেকপয়েন্টে তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষার পর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে ত্রাণবহর ফিরিয়ে দেয়।
এদিকে আসন্ন রমজান মাস ঘিরে গাজায় যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে দুই দিন ধরে বৈঠক হলেও কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। গত রোববার মিশরের রাজধানী কায়রোতে গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। হামাস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছে কিন্তু 'বল ইসরায়েলের কোর্টে'। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, যুদ্ধবিরতিতে যেসব বাধা আসছে তা অপ্রতিরোধ্য নয়।
গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এতে ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন বলে জানায় ইসরায়েল। এছাড়া প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায় হামাস সদস্যরা। এরপর থেকে গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৬৫ সংখ্যা, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০, ২৫ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

মাদকের আগ্রাসন

কথায় বলে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। দেশের যুবসমাজের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বেকার। এমনকি বেকারের তালিকায় উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীর সংখ্যাই অধিক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে ১০০ জন বেকারের মধ্যে ৪৭ জনই স্নাতকধারী। আবার যাহাদের বেকারমুক্ত বলিয়া ধরা হইতেছে, সেইখানেও আছে শুভংকরের ফাঁকি। তাহাদের অধিকাংশের কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতে ও অস্থায়ী। ফলে লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর বেকারত্বের সুযোগকে কাজে লাগাইয়া তাহাদের মধ্যে মাদকের আসক্তি ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে সুকৌশলে। বর্তমানে দেশের মাদকসেবীদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। শুধু ছেলেরা নহে, বর্তমানে মেয়েরাও প্রবেশ করিতেছে এই অন্ধকার জগতে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের ছাদ, হলের রুম অথবা খেলার মাঠগুলিতে চলে মাদকের আড্ডা। শখের বসে, আড্ডার আসর জমাইতে কিংবা প্রেমে ব্যর্থ হইয়া মাদক সেবন করিতেছে তাহারা। কম মূল্য ও সহজলভ্য হওয়ায় শিক্ষাঙ্গনেই মিলিতেছে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য। ভবিষ্যত্ প্রজন্মকে এইভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না।

তরুণদের বেকারত্বের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে হইলে তাহাদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অলস সময় কাটাইবার অবকাশ না পাইলে তাহারা আর ভুলপথে পা বাড়াইবে না। এই কথা সত্য যে, সারা পৃথিবীতেই মাদকের আগ্রাসন বাড়িতেছে। উন্নত দেশগুলিও মাদক সম্রাটদের মোকাবিলায় হিমশিম খাইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশে যেইভাবে প্রকাশ্যে মাদকের ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে তাহা উদ্বেগজনক। মাদক এখন মোবাইলে ফোন করিয়াও ক্রয় করা যায়। পাওয়া যায় অনলাইন বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত মাদকের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যাইতেছে। তাহা হইলে আমাদের প্রশ্ন, সেইখানকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা মেম্বার-চেয়ারম্যান, মেয়র-কাউন্সিলরা কী করিতেছেন? কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহাদের মাদক ব্যবসায়ে জড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। এমনকি প্রশাসনের একশ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহিত তাহাদের অনৈতিক যোগসাজশ গড়িয়া উঠে। পয়সা দিয়া সকলকে তাহারা ম্যানেজ করিয়া থাকে এবং মাদকের সেই ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত অবৈধ অর্থ রাজনৈতিক সিদ্ধি হাসিলে ব্যবহার করে। মাদকের এই নেটওয়ার্ক ভাঙিয়া দিতে হইবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট থানাসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের তত্পরতা বাড়াইতে হইবে।

তরুণদের মাদকাসক্তি দূর করিতে হইলে মেধার ভিত্তিতে চাকুরি পাওয়া নিশ্চিত করিতে হইবে। একমাত্র প্রতিরক্ষা ছাড়া প্রায় সর্বত্র চাকুরি পাইতে টেলিফোন বা সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যাহা হতাশাজনক। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে যেইখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, সেইখানে মাদকের সহজলভ্যতা দুঃখজনক। আজকাল পাড়া-মহল্লা তো বটে, জেলহাজতেও অতি সহজেই মিলিতেছে মাদকদ্রব্য। মাদকের কারণে বাড়িতেছে পারিবারিক কলহ ও সামাজিক অস্থিরতা। তাই এই ব্যাপারে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অব্যাহত রাখিতে হইবে। মাদকের গডফাদারদের আটক করিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহা ছাড়া সরিষার ভিতরে ভূত রাখিয়া ভূত তাড়ানো যায় না। এই জন্য প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক দলসহ সর্বত্র শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের অভূতপূর্ব সম্পর্কের রহস্য কী

ভারত যে ভূরাজনীতিতে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। নরেন্দ্র মোদি তাঁর মধ্যপ্রাচ্য সফরে প্রথমেই গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দেশটির সঙ্গে তিনি একটি বিনিয়োগ চুক্তি করেছেন। পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার ভারতীয় অভিবাসীকে নিয়ে সমাবেশ এবং হিন্দুদের বিরাট একটি মন্দির উদ্বোধন করে। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাশের দেশ কাতারে যান। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সদ্যই কারাবন্দী আট ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি নিশ্চিত করেছেন তিনি। এদিকে কাছেই কাতার জলসীমায় ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ অবস্থান করছে। জলদস্যু ও হুতিদের মিসাইল হুমকি থেকে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সুরক্ষা দিচ্ছে সেগুলো। **দ্য ইকোনমিস্টে প্রকাশিত।**

ভারত যে ভূরাজনীতিতে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। নরেন্দ্র মোদি তাঁর মধ্যপ্রাচ্য সফরে প্রথমেই গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দেশটির সঙ্গে তিনি একটি বিনিয়োগ চুক্তি করেছেন। পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার ভারতীয় অভিবাসীকে নিয়ে সমাবেশ এবং হিন্দুদের বিরাট একটি মন্দির উদ্বোধন করে। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাশের দেশ কাতারে যান। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সদ্যই কারাবন্দী আট ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি নিশ্চিত করেছেন তিনি। এদিকে কাছেই কাতার জলসীমায় ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ অবস্থান করছে। জলদস্যু ও হুতিদের মিসাইল হুমকি থেকে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সুরক্ষা দিচ্ছে সেগুলো।

ফেব্রুয়ারি ১৩ তে শুরু হওয়া মোদির এই মধ্যপ্রাচ্য সফরে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন ব্যবসা, অভিবাসন ও নিরাপত্তা। আমরা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ভারতের যে মনোভাব ছিল তাতে বড় পরিবর্তন ঘটতে দেখছি। এক দশক আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতের কূটনৈতিক উদ্যোগে নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছেন মোদি।

ইরানের সঙ্গ ত্যাগ করে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের এই উদ্যোগ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভারতের এই অবস্থানগত পরিবর্তন সব পক্ষের জন্যই লাভজনক। বিশেষ করে ভারতের বৈদেশিক বিনিয়োগ এ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। এই অঞ্চলে অবকাঠামো ও প্রযুক্তি খাতে চীনের প্রধান প্রতিযোগী হয়ে ওঠার সুযোগ এখন ভারতের।

মধ্যপ্রাচ্যকে স্থিতিশীল করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদারদের যে চেষ্টা, তাতে ভারতের অবস্থান আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। কিন্তু এতে ঝুঁকিও আছে। গাজায় সহিংসতা ও এর রেশ লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃতির কারণে ভারতের বিনিয়োগ, প্রবাসী ভারতীয়, তাদের জাহাজ ও পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে।

মোদির এই সফরের পেছনে ঘরোয়া রাজনীতির একটি দিক আছে। আগামী মে-তে ভারতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রবাসী ভারতীয়দের আবুধাবিতে একত্র করার উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বে অবস্থানরত ভারতীয়দের সমর্থন আদায়। তা ছাড়া অভিবাসী ভারতীয়রা রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলের অন্যতম প্রধান দাতা।

১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মসজিদের স্থলে সম্প্রতি মন্দির স্থাপন করেছেন মোদি। এর এক মাসের কম সময়ের মধ্যে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে মন্দির স্থাপন করে ভারতীয় জনতা পার্টির যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভিত, সেটাকে আরও শক্তিশালী করে তুললেন। মোদি তাঁর এই ভ্রমণে মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন তা হলো, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ভারত দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় অভিবাসীরা বলছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে তাঁর এই সফরের প্রভাব ভালোভাবে অনুভূত হচ্ছে। মোদি ২০১৫ সাল থেকে সাতবার এই দেশটিতে সফরে এসেছেন, যেখানে ১৯৮১ সালের পর কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আমিরাত সফরেই যাননি। ৪৩ বছর বয়সী ভারতীয় এক ব্যাংক কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ রায় সমাবেশে বলেন, ভারতীয়দের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের শ্রদ্ধা-সম্মান অনেক বেড়েছে। আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি রাস্তায় হাঁটতে গিয়েও এটা বুঝতে পারি।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ শত বছরের পুরোনো। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই সম্পর্ক ক্রমেই থিতিয়ে আসে। কারণ, পাকিস্তানের প্রতি আরব বিশ্বের সমর্থন। আবার এদিকে ভারতের সঙ্গে ইরানের বন্ধন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি একাত্মতার কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ভাটা পড়েছিল। এখন মোদি চাইছেন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে।

ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রের দিকে যদি তাকাই, এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলতে অতীতে ছিল শুধু তেল আমদানি ও সস্তা শ্রমশক্তির রপ্তানি। গত কয়েক বছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বৈচিত্র্য এসেছে। এখন আমিরাতের রপ্তানির দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হলো ভারত। গত বছর দুই দেশ তেল ছাড়া অন্যান্য পণ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে। এই চুক্তির আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার ব্যাপারে দেশ দুটি একমত হয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর দেশটির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিনিয়োগ ভারতে আনার উদ্যোগও এগিয়ে চলছে। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতে আমিরাতের বিনিয়োগ ৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এর আগের পাঁচ বছরের তুলনায় এই বিনিয়োগ প্রায় তিন গুণ। আমিরাতের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভারতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৭৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা এসেছে। সৌদি আরব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের। যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে মধ্যপ্রাচ্য এখন সে দেশের অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগে চীনের বিকল্প খুঁজছে। বড় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই সুযোগ নিচ্ছেও। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো। তাদের ৫৫ বিলিয়ন ডলারের কার্যাদেশের ৩০ শতাংশ এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে।

মোদি আমিরাত সফরে গিয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, তাতে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার হবে বলে আশা করা যায়। দেশ দুটি শুধু দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি করেনি, তাদের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবস্থা চালু করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে মধ্যপ্রাচ্যকে মাঝখানে রেখে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যপথ চালুর ব্যাপারেও দেশগুলো এখন একমত।

যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে, ফলে অভিবাসী ভারতীয়র সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমাগত। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলভুক্ত দেশ বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে এখন ভারতীয়দের সংখ্যা ৯০ লাখ। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭০ লাখ। মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ, অর্থাৎ সাড়ে ৩০ লাখ থাকেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

প্রবাসী ভারতীয়দের বড় অংশই অবশ্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সম্পদশালী ও মধ্যবিত্তরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে থিতু হয়েছেন, বিশেষ করে দুবাইতে। ভারতে কোভিড-১৯-এ বহু মানুষের মৃত্যুর পর অনেকেই দেশ ছাড়েন। অনেকেই সংযুক্ত আরব আমিরাতের 'গোল্ডেন ভিসা'র সুযোগ নিয়েছেন। ২০১৯ সালে যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের দেশটি ২০ বছরের জন্য আবাসন সুবিধা দিচ্ছে।

আমিরাত অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। সে কারণেই ২০১৫ সালে মোদি যে হিন্দু মন্দির স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত হলো। আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ এই মন্দিরের জন্য ২৭ একর জমি দিয়েছেন। আবুধাবির সমাবেশে মোদি শেখ মুহাম্মদকে তাঁর ভাই বলে সম্বোধন করেন। ভারতীয়দের খাতির-যত্নে রাখার জন্য ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন।

মোদি বলেন, আমরা পারস্পরিক অগ্রগতির পথে সহযাত্রী। মেধা, আবিষ্কার ও সংস্কৃতির বিনিময় এই সম্পর্ককে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই অঞ্চলের চেহারা বদলে যাচ্ছে কল্পনার চেয়েও দ্রুতগতিতে। ভারতকে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলোর প্রথম তিনটির একটি হলো ইসরায়েল। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অন্যতম অংশীদার। এখন ভারত এ অঞ্চলের সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় কাজ করছে। নৌবাহিনীর এত বড় টহল আর কখনো ভারতের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশদের সঙ্গে লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতিদের নিশানা করে হামলায় ভারত যুক্ত হয়নি। তবে তারা লোহিত সাগরে জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করায় কাজ করে চলেছে। তারা প্রায় ২৫০টি জাহাজ পরিদর্শন করেছে, এর মধ্যে ৪০টিতে নিজেরা উপস্থিত থেকে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ও জাহাজের নাবিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ভারত এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সঙ্গে সমন্বয় করে চলছে।

মোদি তাঁর এই নতুন কৌশল বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারতের যে ঐতিহাসিক অবস্থান, সেখান থেকে সরে এসে মোদি ইসরায়েলের প্রতি তাঁর জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। তবে এর কয়েক দিন পরই সরকারের তরফ থেকে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে ভারতের অবস্থান অপরিবর্তিত আছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর থেকে ইসরায়েলের তীব্র সমালোচনা করে আসছে। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক দক্ষিণে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত চীনও। উপসাগরীয় দেশগুলো যদি গাজা ইস্যুতে অবস্থান পরিবর্তন করে, তাহলে ভারতকেও তার কৌশলে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।

গত অক্টোবরে কাতারের আদালত ভারতের সাবেক আট নৌ কর্মকর্তাকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিলে তাতে ভারত যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে। ভারত কোন প্রক্রিয়ায় তাদের ছাড়িয়ে এনেছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে গেল সপ্তাহে ভারত কাতার থেকে ২০৪৮ সাল পর্যন্ত ৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গ্যাস কেনার চুক্তি করেছে। ভবিষ্যতেও নানামুখী চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ভারতের আগ্রহ যত বাড়ছে, ঝুঁকিও বেড়েছে ততটাই।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক সি রাজা মোহন বলেন, ভারত এখন যে খেলা খেলছে, তাতে আঘাত আসবে, কখনো ধাক্কা খেয়ে সরে যেতে হবে, আবার কখনো ধাক্কা দিতেও হবে। বিশ্ব মোড়লদের ক্লাবে ঢুকতে হলে এই চক্করে পড়তেই হবে।

দ্য ইকোনমিস্টে প্রকাশিত
ইংরেজি থেকে অনুবাদ

পাকিস্তান: ভঙ্গুর জোট সরকারের সামনে কঠিন পরীক্ষা

উমায়ের জাভেদ

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে জোটের নেতৃত্বে থাকা এবং দেশের বৃহত্তম প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া একটি দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্রুতই প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। কিন্তু তারপরও নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এনের বিষয়ে এই প্রশ্ন উঠছে। নিজের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে দলটির ভেতরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা রয়ে গেছে। নির্বাচনের ফলাফল নিঃসন্দেহে পিএমএল-এন সমর্থকদের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। দলটি কেন্দ্রে আরামদায়ক অবস্থান অর্জনের আশা করেছিল। কিন্তু তা হয়নি। ইমরান খানের দল পিটিআইকে সামরিক গোষ্ঠীর দিক থেকে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে যেভাবে কোণঠাসা করা হয়েছিল, তার ফায়দা যতটা তোলা যাবে বলে পিএমএল-এন আশা করেছিল, তা তারা তুলতে পারেনি।

পাঞ্জাব পিএমএল-এনের শক্ত ঘাঁটি। এখানে তারা সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও আগের বহু আসন এবার পিটিআইয়ের কাছে হাতছাড়া হয়ে গেছে। কথা ছিল নির্বাচনের পর নওয়াজ শরিফ ফের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নওয়াজ-শাহবাজের দল পিএমএল-এন, বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট-পাকিস্তানসহ (এমকিউএম-পি) ছোট কয়েকটি রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য জোট গড়েছে। এর ফলে আগের চেয়ে ভঙ্গুর একটি জোট সরকারের নেতৃত্বে এসেছে পিএমএল-এন।

নির্বাচনী পারফরম্যান্সের ময়নাতদন্ত পিএমএল-এনের বিপর্যয়ের অনেক কারণ দেখিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটি কারণ হলো, গত দুই বছরের সবচেয়ে খারাপ জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকটের সুবাদে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সরকারবিরোধী মনোভাব। দ্বিতীয় কারণ মূল ভোটারদের (বিশেষ করে পাঞ্জাবের নিম্ন আয়ের লোক ও শহুরে মধ্যবিত্তরা) একটি বড় অংশের ভোট দিতে না আসা। তবে তৃতীয় কারণটিই বড়। সেটি হলো ভোটারদের বঞ্চনাবোধ।

পিএমএল-এনের অনেক নেতা ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া পরিসরে স্বীকার করে থাকেন, এবারের নির্বাচনে, বিশেষ করে পাঞ্জাবের ভোটারদের দেওয়ার মতো কোনো কিছু তাঁদের ছিল না।

২০১৮ সালে পিএমএল-এন ভোটারদের কাছে পরিষ্কারভাবে একটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী বার্তা পাঠাতে পেরেছিল। এ বিষয়টি তখন দলটির সঙ্গে জনগণের একটি যোগসূত্র তৈরি করেছিল। সে সময় ভোটের আগে পর্দার আড়ালের ক্ষমতাধরদের হস্তক্ষেপ, পিএমএল-এনকে অযোগ্য ঘোষণা এবং দলটির নেতাদের কারাগারে পাঠানো তাদের ক্ষমতায় ফিরে আসা অসম্ভব করে তুলছিল ঠিকই, কিন্তু দলটির জন্য যে প্রদেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেখানকার ভোটাররা তাদের প্রতি দৃঢ় সমর্থনই বজায় রেখেছিল।

কিন্তু এবার পিএমএলএন তার অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। অতীতে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার ও নিম্ন মূল্যস্ফীতির গল্প এবং 'নওয়াজ ফিরে এসেছেন, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে'—স্লোগান ভোটারদের আকর্ষণ করতে পারেনি। একসময় হয়তো এসব গল্প কাজ করত।

কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান স্থান-কালের পটভূমিতে রাজনীতির ভাষায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। ২০২২ সালের মে মাস থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নৈতিকতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতির ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে পিটিআই সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তারা জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্ব, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মুখে মর্যাদার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বিষয়কে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে। আটক হওয়ার আগে ইমরান খানের দেওয়া বক্তৃতায় এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তাঁর হয়ে দেওয়া ভাষণে এ বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া টিকটক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার পিটিআই কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া কনটেন্টে এসব বিষয়কেই ফোকাস করা হয়েছে। ২০১১ সালে পিটিআইয়ের উঠে দাঁড়ানোর পর থেকে দলটির রাজনীতি সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আবেদনের ওপর জোর দিয়ে আসছে। গতানুগতিক সব জনতুষ্টিবাদীর মতো দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব জালিম ও তাদের সমর্থক বনাম তাদের শিকার হওয়া মানুষের কথা সামনে এনেছে। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি ও অরাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে আপসকারীদের কথা সামনে এনেছে। তারা বারবার মদিনার খেলাফত থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস এবং মুসলমানদের প্রতিরোধ ও বিজয়ের ইতিহাস সামনে এনেছে।

সোজা কথায়, ইমরান খান একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে ইতিহাস ও বর্তমান উভয়েরই সংমিশ্রণে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন, যা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এটি ভোটারদের একটি বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান অংশের সঙ্গে অনুরণিত হয়েছে।

কেউ যুক্তি দিতে পারেন, এ ধরনের বিষয় তো পাকিস্তানে নতুন কিছু নয়। ইমরান খান ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে তো একই স্ক্রিপ্ট আউড়ে যাচ্ছেন। তাহলে এখন কেন তাঁর কথা বৃহত্তর অনুরণনের সৃষ্টি করল?

এর জবাবে বলা যায়, সেই সময় ও সেই প্রজন্মের সঙ্গে এখনকার সময় ও এখনকার তথ্য-ভোক্তা ভোটারদের ভিন্নতা একটি প্রধান ব্যাখ্যা। তড়িৎ মুদ্রাস্ফীতি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, পাকিস্তানের কেন্দ্রস্থলে নিরবচ্ছিন্ন জবরদস্তি প্রতিষ্ঠা, অতীতের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এবং এখনকার ইসরায়েলের আগ্রাসন নতুন প্রজন্মের ভোটারদের পশ্চিমাপন্থীদের ও পর্দার আড়ালে থাকা ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর ওপর ক্ষোভ বাড়িয়েছে।

এই ভোটারদের মনের কথা পিটিআই বলতে পেরেছে। পিএমএল-এনের নেতৃত্বাধীন জোট বলতে পারেনি। বঞ্চনাবোধে ক্ষুব্ধ এসব ভোটারকে সামাল দিয়েই এখন পিএমএল-এনকে সরকার চালাতে হবে। এটি খুব সহজসাধ্য হবে না।

উমায়ের জাভেদ পাকিস্তানের লেখক ও শিক্ষাবিদ
ডন থেকে নেওয়া; ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

শেখ কামাল উদ্দীন ● বোলপুর

আপনজন: নব প্রতিষ্ঠিত বোলপুরের বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই প্রথম 'বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি : জাতিসত্তার নির্মাণ, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার' বিষয়ে' আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো গত ৫ই মার্চ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে এই কনফারেন্সের আয়োজন করে আমেরিকাস্থিত 'একুশে চেতনা পরিষদ' নামে একটি সংস্থা।
প্রদীপ উজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই কনফারেন্সের সূচনা করেন উপস্থিত অতিথি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দিলীপ কুমার মাইতি। মাননীয় উপাচার্য তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বিদগ্ধ পন্ডিতদের বক্তব্য শুনে নিজেদের উপযুক্তভাবে তৈরি করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অন্যতম আয়োজক সংস্থা আমেরিকার 'একুশে চেতনা পরিষদ'এর সভাপতি ও এই কনফারেন্সের প্রধান অতিথি ড. ওবাইদুল্লাহ মামুন একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ভাষা বিলুপ্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সূচক বক্তৃতা দেন শিক্ষাবিদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কনফারেন্স উপলক্ষে প্রথম অধিবেশনে আরও যাঁরা বক্তব্য উপস্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলক কুমার চক্রবর্তী, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড. মঙ্গিলাল তাপাড়িয়া, পরীক্ষা নিয়মক ড. প্রসূন ব্যানার্জী, বিত্ত আধিকারিক পার্থ নারায়ণ ঘোষ, কনফারেন্সের আহ্বায়ক ড. সৌভিক মজুমদার প্রমুখ। সমগ্র কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য। দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিনিধি ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন।

কনিজা নূর মাদ্রাসায় বিশ্ব নবী দিবস পালন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ থানার গুইর গ্রামে গুইর কনিজা নূর হাই মাদ্রাসায় পালিত হলো বিশ্ব নবী দিবস। বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেরাত, গজল ,আবৃত্তি , বক্তৃতা সহ ও নবী মুহাম্মদ সা-এর জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয়। এই হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ড. মোজাফফর হোসেন সমস্ত আগত অতিথিদেরকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বিশ্বনবী সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এক আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তার কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বের মানুষের কাছে প্রভাব বিস্তার করে গেছে যা সারা বিশ্ব মানবের কল্যাণে কাজে লাগছে। তি তার চিন্তাভাবনা ইহকাল পরকালের মঙ্গল কামনা করবে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন গুইর হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন এর সভাপতি হাজী বদরুল আলম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা সফিকুল ইসলাম, গয়েশপুর গার্লস হাই মাদ্রাসার শিক্ষিকা রোজিনা পারভিন, সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক অনুপ মন্ডল, স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষে জাহির মন্ডল সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্ব নবী দিবস ঘিরে শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নবীদিবস কলাছরা মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ঐতিহ্য বাহী শতাব্দী প্রাচীন কলাছরা হাই মাদ্রাসায় দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিলাদ উন নবী দিবস দুই দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, ইসলামিক কুইজ, শিক্ষণীয় নাটক,ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইটা চুনা বিজয় নারায়ণ কলেজ এর বাংলার ড. সেখ আবুল কালাম। তিনি নবীজীর জীবন ও আদর্শ নিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুত্তালিব সর্দার, সভাপতি ছিলেন হযরত মওলানা মুফতি মির ইব্রাহিম। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ রফিকুল ইসলাম, শিক্ষক শেখ রফি মোহাম্মদ ও ইমরান খান।

প্রধানের মদতে গাছ কেটে পাচার করার চেষ্টা রুখল গ্রামবাসীরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পঞ্চায়েত প্রধানের মদতে রাস্তার ধারের গাছ কেটে পাচারের চেষ্টা রুখল গ্রামবাসীরা, গ্রামবাসীরা গাছ আটকে বিক্ষোভ দেখাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছ বাজেয়াপ্ত করল বন দফতর ।
৩০ সেন্টিমিটারের কম পরিধিযুক্ত গাছ কাটার অনুমতি নিয়ে একের পর এক মোটা গাছ কেটে পাচারের পরিকল্পনা ভেস্তে দিল গ্রামের মানুষ। অবৈধ ভাবে কাটা গাছ আটকে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে একাধিক গাছ বাজেয়াপ্ত করল বন দফতর।
অভিযোগ স্থানীয় তৃনমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের মদতেই চলছিল এই পাচার।
বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হদল নারায়নপুর গ্রাম থেকে ধগড়িয়া পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার রাস্তার দুধারে রয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েতের অসংখ্য সোনাঝুরি গাছ। সম্প্রতি বন দফতরের অনুমতি নিয়ে সেই গাছ কাটার টেন্ডার করে তৃণমূল পরিচালিত নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। গাছের দর ওঠে মোট ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। জানা গেছে বন দফতর ওই রাস্তার দুধারে থাকা ৩০ সেন্টিমিটারের কম পরিধি যুক্ত গাছ কাটার অনুমতি দেয় নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে। কিন্তু বাস্তবে বরাত পাওয়া সংস্থা ওই রাস্তার দুধারের গাছ কাটা শুরু করতেই স্থানীয়রা দেখেন ৩০ সেন্টিমিটারের কম পরিধিযুক্ত গাছ কাটার পাশাপাশি অবৈধভাবে নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে ৩০ সেন্টিমিটারের অধিক পরিধি যুক্ত গাছও। আর এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের নেতৃত্বে শুরু হয় বিক্ষোভ। স্থানীয়দের বিক্ষোভের কথা জানতে পারে এলাকায় হাজির হয় বন দফতরের আধিকারিকরা। ওই রাস্তার ধার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় কেটে ফেলা একাধিক গাছ।
বিক্ষোভকারীদের দাবি গ্রাম প্রধানের মদতেই অবৈধভাবে অনুমতিবিহীন ভাবে ৩০ সেন্টিমিটারের অধিক পরিধিযুক্ত গাছ কেটে পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

ঈসালে সওয়াবে নামাজরত...

ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সওয়াবের দ্বিতীয় দিনে নামাজরত মুসল্লিরা। ছবি ও তথ্য;: আব্দুস সামাদ মন্ডল

'জনগর্জন' সভাকে সফল করে তুলতে স্কুটি মিছিল মহিলা তৃণমূলের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'জনগর্জন' সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে স্কুটি মিছিল হল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। বুধবার বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় এলাকা থেকে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই স্কুটি মিছিল শুরু হয়। যা পরবর্তীতে গোটা শহর পরিক্রমা করে ট্যাঙ্ক মোড় এলাকায় শেষ হয়। এদিনের এই স্কুটি র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম সহ অন্যান্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।
উল্লেখ্য, দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাজনৈতিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই।আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড ময়দানে সমাবেশ ডেকেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সভার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'জনগর্জন সভা'। ব্রিগেডে জনসভা করে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে চলেছে তৃণমূল বলেই মনে করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম বলেন, 'মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আজকে একটি স্কুটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের সর্বভারতীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ১০ তারিখে ব্রিগেডে চলো 'জনগর্জন' সভার ডাক দিয়েছেন। সেই 'জনগর্জন' সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যই আজ আমরা এই স্কুটি মিছিলের আয়োজন করেছিলাম।'

কেএম স্টাডি সার্কেলের শিক্ষা সেমিনার ৯ মার্চ

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৯ মার্চ শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় উস্থির বেড়ামারা রামচন্দ্রপুর হাই স্কুল সেমিনার কক্ষে কে. এম. স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক শিক্ষা সেমিনার, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ও স্কলারশিপ সচেতনতা শিবির।
প্রসঙ্গত, স্থানীয় তরুণ ডব্লু বি সি এস আধিকারিক হাসিবুর রহমান এই কে .এম. স্টাডি সার্কেলের প্রধান কর্ণধার। তিনি জানান, ওই সেমিনারে উপস্থিত থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস জাভেদ আখতার, আল -আমিন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম, ডাইমন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাইদুর রহমান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী ফারুক রহমান, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহেদী কালাম, আল-আমিন মিশন ষ্টাডি সার্কেলের ডাইরেক্টর দিলদার হোসেন, বেড়ামারা রামচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ মাইতি. সমাজসেবী আলহাজ সিরাজুল হক প্রমুখ। এ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চপদস্থ সম্মানীয় আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। আরও জানানো হয়েছে, কে. এম. স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে এটা দ্বিতীয় বার্ষিক শিক্ষা সেমিনার। আগের সেমিনার থেকে পাওয়া ৭ জন এতিম মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ এর ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ৯ জন মেডিক্যাল বিভাগের শিক্ষার্থী ও ১২ জন সাম্মানিক বিষয় নিয়ে পাঠরত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দরিদ্র -মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রীর ব্যাবস্থা করা হয়েছে। অতি অল্প খরচে 'ডব্লিউবিসিএস 'ও' নিট (মেডিক্যাল) প্রবেশিকার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন কিছু দরিদ্র -মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ শুনে আদালত কক্ষেই অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা শুনেই আদালতের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামী। বুধবার দুপুরে হাওড়া আদালতের ঘটনা। ঘটনার পরই অ্যাম্বুলেন্সে করে সাজাপ্রাপ্ত আসগার লস্করকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। জানা গেছে, গত ২০১০ সালে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সাজা দেন তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক সৌগত রায়চৌধুরী।
হাওড়ার পাঁচলায় দুই বছরের ছেলে এবং ছয় বছরের মেয়ের সামনেই হাত-পা বেঁধে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা করে স্বামী আসগার ও শাশুড়ি।

বাল্য বিবাহ রুখতে কেশপুরে বিশেষ সভা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কন্যাশ্রী বা রূপশ্রী প্রকল্পের অর্থ সহায়তা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এমন কিছু কার্যকর পদক্ষেপ সত্ত্বেও নাবালিকা বিবাহের হার এখনও বাড়ছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যানে কোনও পরিবর্তন আসেনি।
বাল্য বিবাহের হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ব্লকস্তরীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার দুপুরে। ইতিমধ্যেই বাল্যবিবাহ রোধের জন্য এক ব্লকস্তরীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। সেই কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এদিন।
উপস্থিত ছিলেন কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই, জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ, বিশ্বজিৎ দাস, ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল ছেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমঙ্গল মুখার্জি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হরিপদ মাইতি, সিডিপিও আরতি সিংহ, নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও এনজিও মুগবসান টার্গেট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধি সাহাঙ্গির চৌধুরী প্রমুখ।
বাল্যবিবাহ রোধ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা কিভাবে আরো বাড়ানো যায় তা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেল ও প্রত্যন্ত গ্রামে আরো বেশি করে প্রচার করা হবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবার ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের পাত্রস্থ করতে পারলেই খুশি। এর পাশাপাশি জেলায় প্রেমঘটিত কারণে বহু নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে পড়তেই বহু মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করছে। এইসব নানা কারনে বাল্যবিবাহ লুকিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সভা এসইউসির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর, মূল্যবৃদ্ধির চাপে একদিকে জনগণের জীবনে নাভিশ্বাস উঠছে,আর অন্যদিকে চলছে শাসকদলের নানা মাপের নেতা-নেত্রীদের প্রশাসনকে সাথে নিয়ে নিরীহ জনগণের উপর লুটতরাজ, খুন, সন্ত্রাসের ঘৃণ্য রাজনীতি।যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির আশায় বছরের পর বছর রাস্তায় বসে আছে। টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। চলছে ঘুষের রাজত্ব।এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুখে জনগণের দুর্দশার কথা বলে ভোটবাজ দলগুলি আগামী নির্বাচনে তার ফয়দা তোলার জন্য ব্যস্ত বলে অভিযোগ তোলা হয় বীরভূম জেলা এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড সহযোগে সুসজ্জিত এবং শ্লোগানে মুখরিত একটি মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমার পর জেলাশাসক দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়। মিছিল এগোতে গেলে পুলিশ রাস্তা আটকে জোর জবরদস্তি করলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়।প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে ওখানেই অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পক্ষে আয়েষা খাতুন, বিজয় দলুই, মানস সিংহ, সেমিম আক্তার, অমিত মন্ডল প্রমুখ নেতৃত্ব। পরে প্রতিনিধি দলের সাথে জেলাশাসক (উন্নয়ন) আলোচনায় বসেন । এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি এ এল গুপ্তা।

মানিকচক হাইমাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সাড়ম্বরে উদযাপিত হল মানিকচক এন. বি. হাইমাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। সোমবার শুরু হয় প্রভাত ফেরী। এই প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ,অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীরা। মঙ্গলবার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, চলবে আগামী বৃহস্পতিবার ৭ মার্চ পর্যন্ত। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ছিলেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, মাদ্রাসা বোর্ডের সদস্য শিক্ষারত্ন শাকিলুর রহমান, সংশ্লিষ্ট চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্চিতা মন্ডল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান চাঁদ সুলতানা, সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক। অনুষ্ঠান ঘিরে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ বেলুন ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ।
অনুষ্ঠানের দিনে একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নজর কাড়ে। ছিল নাতে রসূল কেরাত পাঠ, গজল ,আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা কুইজ, আলোচনাসভা, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মেতে উঠে। কৃতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বর্গকে মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয়। মাদ্রাসা বোর্ডের সদস্য শিক্ষারত্ন শাকিলুর রহমান উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বামনগোলার বিভিন্ন স্থানে নানা সরকারি কাজের সূচনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা পরিষদের অর্থানুকুল্লে বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন স্থানে কাজের শুভ সূচনা করা হয়। বুধবার বামনগোলা অঞ্চলের জামতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১২ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে স্কুল বিল্ডিং শিলান্যাস করা হয়। এবং পাকুয়াহাট অঞ্চলের পাকুয়াহাট ডাকবাংলা মোড় থেকে সিমপ্যাথেটিক ক্লাব পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিকাশী নালার কাজের শিলান্যাস ও পাকুয়াহাট ইন্দিরা মোড় হইতে বড়ফ মিল পর্যন্ত হাইড্রেন নির্মাণের কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিন ওই সমস্ত কাজের নারকেল ফাটিয়ে শুভ সূচনা করেন মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস ও মালদা জেলার পরিষদের সদস্য অশোক সরকার। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষদের সমস্যার সমাধান করতে পেয়ে খুশি বলে জানান মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস।

ডিআই অফিসে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন

সাইফুল লস্কর ● আলিপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত ও সাহায্য প্রাপ্ত সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীন হাই মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা, এমএসকে ও আন্ এডেড মাদ্রাসার একাধিক বিষয় নিয়ে জেলার সংখ্যালঘু আধিকারিক ও জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক এর দফতরের আধিকারিকদের সাথে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিশনের প্রতিনিধি দল। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি এ.কে. এম ফারহাদের নির্দেশে শিক্ষক নেতা চম্পক নাগ এর নেতৃত্বে সোমবার আলিপুরে নব নিযুক্ত অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর সাথে সাক্ষাত করে একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা । উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল হাই ও সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকদের রোপা ২০১৯এর ফিক্সেসান, বদলি হওয়া শিক্ষকদের পি.এফ সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। আন এডেড মাদ্রাসা, এম.এস.কের নানা সমস্যার সমাধানেরও দাবি জানানো হয়।

থানার স্বাস্থ্য শিবিরে এসপি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার উদ্যোগে থানা চত্বরে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও রক্তদান শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি, এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস, বিধায়ক বিভাস সরদার, বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর সিআই সুবীর ঢালি, আইসি পার্থ সারথি পাল, বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়, ডা: রুপংকর বোস, ডাঃ বাবুল মজুমদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুকুমার হালদার, রথীন কুমার মন্ডল, ডা: অনির্বাণ ঘোষ, দেবব্রত দাস, হরিসাধন নস্কর, ডা: কে জি সাহা প্রমুখ।এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি নিজে রক্তদান করেন।

الدعوة
দাওয়াত

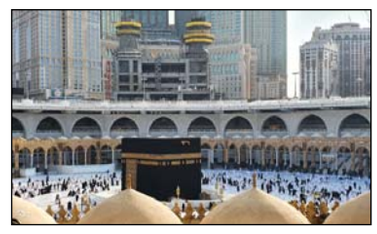

◆ ইহ-পরকালীন জীবনের পরম উপঢৌকন, রোজা
◆ ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার
◆ আল্লাহর যেসব হক আদায় করা মুমিনের কর্তব্য
◆ ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

ইহ-পরকালীন জীবনের পরম উপঢৌকন রোজা

এম ওয়াহেদুর রহমান

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা রাখা ফরজ করা হয়েছে। যেভাবে তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিলো। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারে। '(সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)
রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের বার্তা নিয়ে আসা রমজান নি:সন্দেহে অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন ' রমজান হলো সেই মাস; যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন। যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।' মহান আল্লাহ কুরআনের সূরা কদরের ১ নং আয়াতে বলেছেন ' আমি একে (কুরআনকে) নাজিল করেছি শবে কদরে।'এমনকি মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ সা. ও বলেছেন ' তোমাদের দরজায় বরকত মাস রমজান এসেছে।' তিনি আরও বলেছেন ' আল্লাহর কসম! মুসলমানদের জন্য রমজানের চেয়ে উত্তম মাস আর নেই এবং মুনাফিকদের জন্য রমজানের চেয়ে অধিক ক্ষতির মাস আর আসে নি।'
মাহে রমজানের রোজা মুসলমানদের আর্দশ চরিত্র গঠন, নিয়মানুবর্তিতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দেয়। সত্যিকারের মুমিন হিসেবে গড়ে ওঠার অনুপম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাস রমজানুল মোবারক। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। রোজা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে অত্যান্ত সুশৃঙ্খল ভাবে চলার শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ , হানাহানি ও আত্মঅহংবোধ ভুলে গিয়ে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাসই হলো মাহে রমজান। উম্মতে মুহাম্মদীর নৈতিক চরিত্র উন্নত করে সাহাবায়ে কেরামের মতো আর্দশ জীবন গঠন করার প্রশিক্ষণ এ মাসেই গ্রহন করতে হয়। রোজাদার ইবাদত - বন্দেগীর ভেতর দিয়ে সব ধরনের অন্যায় - অত্যাচার, অশোভোন - অনাচার, দুরাচার - পাপাচার ও যাবতীয় অকল্যাণকর কাজ কর্ম থেকে বিরত হয়ে সংযম সাধনার পথ ধরে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়।
এই রমজান মাস অত্যান্ত পবিত্র তথা অতিব গুরুত্বপূর্ণ মাস , যা " রময " থেকে উৎপত্তি, আভিধানিক অর্থ আগুনে তাপানো কিংবা গরম করা, জ্বালা ইত্যাদি। এই মাসেই বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন, মানুষের তাকওয়ার জন্য রোজাকে ফরজ করেছেন, এ মাসেই জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দিয়ে জান্নাতের

দরজা খুলে দেওয়া হয়, রোজাদারের জন্য " রায়হান" নামক জান্নাতের দরজাটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, মানুষের কল্যাণের জন্য রয়েছে " লাইলাতুল কদর" , জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দোয়া কবুল সর্বোপরি মানুষের প্রতিটি আমল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ' মানুষের অন্য সব আমল তার নিজের জন্য কিন্তু রোজা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করবো।' হযরত মুহাম্মদ সা.-ও বলেছেন ' রোজা মানুষের ঢাল স্বরুপ। তার নামে বলছি , যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশাকের গন্ধের চেয়ে ও পবিত্র। একজন রোজাদার দুটি আনন্দ লাভ করে, সে আনন্দিত হয় যখন সে ইফতার করে এবং রোজার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হয়। '
রোজা একদিকে যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি অন্যদিকে দৈহিক উন্নতি ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই জার্মানি ডা. লিফারট বলেছেন ' মুসলমানগণ যে রোজা রেখে থাকে, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধান সম্মত এবং দেহের পক্ষে খুবই কল্যাণকর।' লন্ডনের ডা. এফ. এম. গ্রিমি বলেছেন ' রোজা দেহ ও আত্মার প্রাণ। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর রোজার প্রভাব বেশি স্থায়ী হয় এবং এর ফলে দেহের প্রধান প্রধান অঙ্গ গুলোর শক্তি বৃদ্ধি পায়।' ডা. জি. ও গ্লেভিচ বলেছেন ' রোজা শোনিত প্রবাহকে ঠিক রাখে এবং মেধা ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে।' প্যারিসের ডা. লুইস ডি ফ্রন্ট বলেছেন ' রোজার দ্বারা মানব দেহ বলিষ্ঠ হয়।' নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জাপানি বিজ্ঞানী ওশিনরি ওসুমি রোজা সম্পর্কে বলেছেন ' মুসলমানরা যাকে রোজা রোজা বলে, আমি তাকে বলি 'অটোফেজি' । অটোফেজি শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ হলো নিজে নিজেকে খাওয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজের মাংস নিজেকে খেতে বলে না শরীরের কোষগুলি বাহির থেকে কোনো খাবার না খেয়ে নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলোকে খেতে শুরু করে তখন তাকে চিকিৎসা বিদ্যার ভাষায় অটোফেজি বলা হয়। স্বাস্থ বিজ্ঞানী ডা. শেলটন তাঁর ' সুপিরিয়র নিউট্রিশন ' গ্রন্থে বলেছেন ' উপবাস করলে শরীরের মধ্যকার প্রোটিন, চর্বি, শর্করা জাতীয় পদার্থ গুলো স্বয়ং পাচিত হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলির পুস্টি বিধান হয়। ' এছাড়া ও ডা. অ্যালেকসিস, ডা. আইজাক জেনিংস,নাস্টবারনার,ডা. আব্রাহাম জে হেনরি প্রমুখ ব্যাক্তিরা রমজানের রোজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গুলো জনমানসে উপস্থাপন করেছেন।
সুতরাং রোজা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। রোজা মানুষের আত্মশুদ্ধির পথ। মাহে রমজান মানুষকে ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার এবং কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। রোজার মাধ্যমে মানুষ পরমতসহিষ্ণুতা ও হতদরিদ্রদের প্রতি সাহায্য - সহযোগিতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার শিক্ষা লাভ করে। এই রোজা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ , মিতাচার,মিতব্যায়িতা ও পারস্পরিক ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। এই রমজান মাসের রোজার ফলে মনুষ্য সমাজ যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয় তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধেও সক্ষমতা লাভ করে থাকে।

আল্লাহর যেসব হক আদায় করা মুমিনের কর্তব্য

সাখাওয়াত উল্লাহ

'হক' শব্দের অর্থ অধিকার, অংশ ও প্রাপ্য। হক দুই প্রকার। ১. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক ২. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।
১. আল্লাহর হক : হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক হলো যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে প্রাপ্য। আর এটি শুধু তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন–একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা।
২. বান্দার হক : আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর অন্য সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত হককে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বলা হয়। যেমন–মা-বাবার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক ইত্যাদি।
এখানে আমরা আল্লাহর হক সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।
মহান আল্লাহ তাঁর হক সম্পর্কে বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না।' (সূরা. : নিসা, আয়াত : ৩৬)
মুআজ রা. বলেন, উফায়র নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুআজ! তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।
তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না। (বুখারি, হাদিস : ২৮৫৬)
উক্ত হাদিসে আল্লাহর দুটি হক প্রমাণিত হয়। ১. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, ২. শিরক না করা। বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর প্রধান হক হলো বান্দা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে।
ইবাদত শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, নত হওয়া ও বিনম্র হওয়া। আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত করা এমন গুরুত্বপূর্ণ হক, যে জন্য আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা. : জারিয়াত, আয়াত : ৫৬)
মহান আল্লাহর দ্বিতীয় হক হলো তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক না করা। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা। শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। এ কারণেই শিরক জঘন্যতম অপরাধ।
আল্লাহর হক সম্পর্কিত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো–
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা : বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম হক হলো তাঁর প্রতি ঈমান আনা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা (পূর্ণরূপে) বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর এবং ওই কিতাবের ওপর, যা তিনি নাজিল করেছেন।' (সূরা. : নিসা, আয়াত : ১৩৬)
ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকা : মুমিনের প্রতি আল্লাহর হক হলো ঈমানের ওপরে দৃঢ় থাকা। কোনো অবস্থায় ঈমান ত্যাগ না করা, ঈমান বিধ্বংসী কাজ না করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার ওপর দৃঢ় থাকে, তাদের ওপর ফেরেশতামণ্ডলী নাজিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।' (সূরা. : হা-মিম-সাজদাহ, আয়াত : ৩০)
ইখলাসের সঙ্গে ইবাদত করা : বান্দার কাছে আল্লাহর অন্যতম হক হলো শুধু তাঁরই জন্য ইবাদত করা। সূরা. ফাতিহায় প্রতি রাকাতে আমরা বলি, 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।' (সূরা. : ফাতিহা, আয়াত : ৪)
আল্লাহকে ভয় করা : আল্লাহ তাআলার হক হলো একমাত্র তাঁকেই ভয় করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।' (সূরা. : বাকারাহ, আয়াত : ৪০)
সালাত আদায় করা : ঈমানের পর সালাতের স্থান। অন্যত্র তিনি বলেন, 'বলো, আমার সালাত ও আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ, সব কিছু জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।' (সূরা. : আনআম, আয়াত : ১৬২)
জাকাত প্রদান করা : ইসলামে সালাতের পর জাকাতের স্থান। এটি মহান আল্লাহর অন্যতম হক।
সিয়াম পালন করা : সিয়াম পালন করাও আল্লাহর হক। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'সিয়াম আমার জন্যই, আমিই এর প্রতিদান দেব। সে আমার সন্তোষ অর্জনের জন্যই তার প্রবৃত্তি ও পানাহার ত্যাগ করেছে।' (বুখারি, হাদিস : ৭৪৯২)
হজ পালন করা : সম্পদশালী মুসলিমের ওপর আল্লাহর জন্য তাঁর ঘর জিয়ারত করা আল্লাহর অন্যতম হক। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ ফরজ করা হলো ওই লোকদের ওপর, যাদের এখানে আসার সামর্থ্য আছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।' (সূরা. : আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭)
আল্লাহর বিচার মেনে নেওয়া : আল্লাহর বিচার ফয়সালা মেনে নেওয়া তাঁর অন্যতম অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন, 'আদেশ দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই।' (সূরা. : ইউসুফ, আয়াত : ৪০)
অবিলম্বে তাওবা করা : প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত অনতিবিলম্বে তাওবা করা। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা।' (সূরা. : তাহরিম, আয়াত : ৮)
শুকরিয়া আদায় করা : মহান আল্লাহ মানুষকে বহু নিয়ামত দিয়েছেন। মানুষ তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। তাই মানুষের প্রতি আল্লাহর অন্যতম হক হলো আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' (সূরা. : বাকারাহ, আয়াত : ১৫২)
তাওয়াক্কুল করা : আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা আল্লাহর অন্যতম হক। তিনি বলেন, 'একান্তভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (সূরা. : মায়িদা, আয়াত : ২৩)
আল্লাহকে স্মরণ করা : আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহর অন্যতম নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।' (সূরা. : বাকারাহ, আয়াত : ১৫২)
আল্লাহকে ভালোবাসা : নিরঙ্কুশ ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। নবী করিম সা. বলেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে–১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে বেশি প্রিয় হওয়া; ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা; ৩. কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা। (বুখারি, হাদিস : ১৬)
মহান আল্লাহ আমাদের তাঁর হকগুলো আদায় করার তাওফিক দান করুন।

সূরা ফালাকের সারকথা

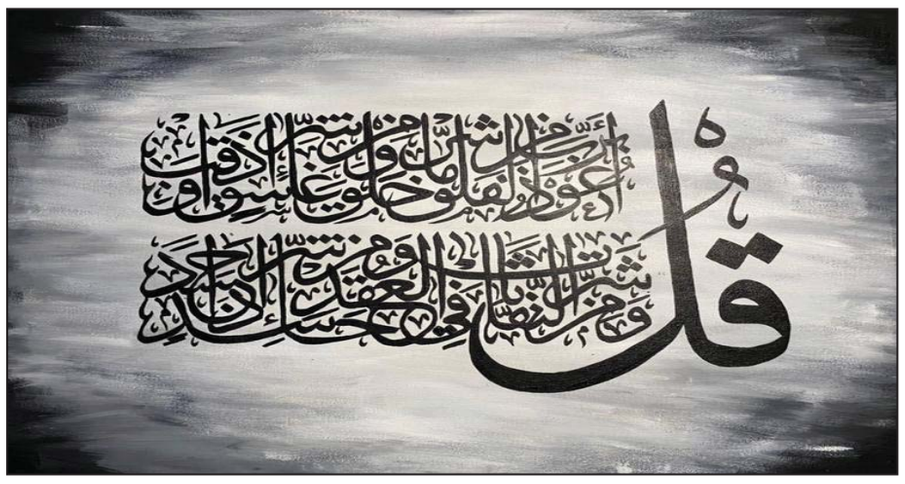

ফেরদৌস

পবিত্র কোরআনের ১১৩ নম্বর সূরা ফালাক। সাধারণত যেকোনো বিপদ–আপদ থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপদ আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই সূরা এবং এর পরের সূরা নাসের আমল সুন্নত। মহানবী সা.-ও বিপদে–আপদে ও অসুস্থতায় এই দুটো সূরার ওপর আমল করতেন। তাঁর ক্ষতি করার জন্য তাঁকে জাদু করে রশিতে ১১টি গেরো দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি সূরার ১১টি আয়াত পড়ে সেই ১১টি গেরো খোলা হয়।
সূরা ফালাকের সারকথা:
অসহায়তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়াই এই সূরার মূল বক্তব্য। এক আল্লাহর কাছে সূরাটিতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।
সূরা ফালাকের আমল
হজরত উকবা বিন আমির রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'
হজরত উকবা বিন আমির রা. বর্ণনা করেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে বলেন উকবা বিন আমির, আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি সূরা শেখাব, যেগুলোর মতো সূরা তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল, এমনকি কোরআনেও আর নাজিল হয়নি? প্রতি রাতেই তুমি এই সূরাগুলো অবশ্যই পড়বে। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক আর সূরা নাস।'
সূরা ফালাকের অর্থ:
পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে
১.বলো, আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার,
২.তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে;
৩.অমঙ্গল হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,
৪. অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিঁটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে
৫.এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।'
সূরা ফালাক অর্থ ও ফজিলতঃ
অশুভ থেকে পরিত্রাণে সূরা প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে আশ্রয়দাতা সত্তার পরিচয়। বাকি আয়াতগুলোতে আছে কী কী থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে, তার বর্ণনা। বেসব বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, এই সূরায় তা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে সবকিছুর স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর এবার সেই সৃষ্টিগুলোর সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। অন্য সৃষ্টির পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অনিষ্ট আসতে পারে, আবার আমাদের পক্ষ থেকেও অন্য সৃষ্টির প্রতি অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই দুই বিষয়েই আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে।
তৃতীয় আয়াতে রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। এখানে রাত বলতে অন্ধকার, অশুভ, মন্দ– সবকিছুরই ইঙ্গিত আছে। সাধারণত সব অপরাধ বা পাপের সময় রাত। অন্ধকারে কী হচ্ছে, তা অনেক সময়েই অগোচর থেকে যায়। অগোচর বিপদের হাত থেকে আগাম প্রস্তুতি নেওয়াও দুরূহ।
চতুর্থ আয়াতে গেরোয় ফুঁ দিয়ে যে অনিষ্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ কালো জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।
পঞ্চম আয়াতে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। নিজে হিংসা করা ও অন্যের হিংসার কারণ হওয়া এই দুটি বিষয় থেকেই আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আগের আয়াতের জাদুকরের অনিষ্টের মূল কারণ ছিল হিংসা।
সূরা ইখলাসের অসামান্য ফজিলত
পুরো সূরাতেই অন্ধকার, মিথ্যা ও অন্যায় ভেদ করে আলো বা সত্য প্রকাশের কথা এসেছে। সব ধরনের অন্ধকার ভেদ করে আলোর প্রকাশকারী আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে এই সূরায়।
আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সা.-কে চারটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অমঙ্গল থেকে। রাত্রি যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তার অমঙ্গল থেকে। যেসব নারীর গেরোয় ফুঁ দিয়ে জাদু করে, তার অমঙ্গল থেকে। আর হিংসুক যখন হিংসা করে, তার অমঙ্গল থেকে।
আল্লাহ বলেন, 'এবং অমঙ্গল থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।' আয়াতটিতে হিংসুকের থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে; কিন্তু যখন সে হিংসা করে, অন্য সময় নয়।

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ফেরদৌস ফয়সাল

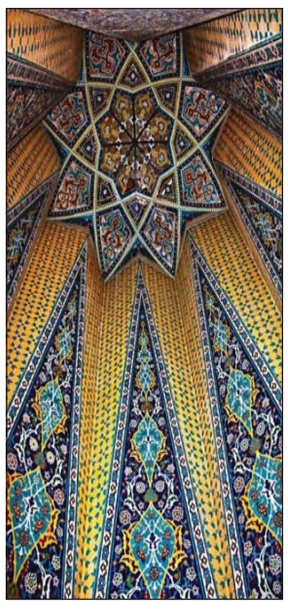

প্রতিবেশীর সঙ্গে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।

মানুষ একাকী বাস করে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল আচরণের মধ্য দিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এ জন্য প্রতিবেশীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হজরত হাসান (র.) বর্ণনায় আছে, প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, নিজের ঘর থেকে সামনের ৪০টি, পেছনের ৪০টি, ডানপাশের ৪০টি এবং বাঁপাশের ৪০টি ঘরের অধিবাসীই প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল সা.-কে জিবরাইল আ. বারবার তাগিদ দিতেন। রাসূল সা. বলেন, 'জিবরাইল আ. এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হতো যে সম্ভবত তিনি প্রতিবেশীকেই উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা গুনাহের কাজ। হজরত সাওবান রা. প্রায়ই বলতেন, যে প্রতিবেশী তার কোনো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়; সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশী আত্মীয়-অনাত্মীয় কিংবা মুসলমান-অমুসলমান যা-ই হোক না কেন যেকোনো অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে হবে। রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।'

প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা বা ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। কেননা এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হজরত রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।

প্রতিবেশী যে ধর্মের হোন না কেন, উত্তম আচরণ পাওয়া তাঁর অধিকার। বাড়িতে ভালো কোনো খাবার রান্না হলে তাতে প্রতিবেশীকে শরিক করা রাসূল সা.-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর রা.-কে বলেন, হে আবু যর! যখন কোনো তরকারি রান্না করবে, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও, আর তোমার প্রতিবেশীকে পেঁছে দাও।

প্রতিবেশী ইন্তেকাল করলে তার জানাজায় শরিক হওয়া এবং শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা ও খাদ্য দেওয়া কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি– সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাজায় শরিক হওয়া, আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও হাঁচির জবাব দেওয়া।

কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। হাদিসে আছে, আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি রাসূলে করিম সা.-এর কাছে এসে বললেন, আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখো। ব্যক্তিটি ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি সে কথা নবী করিম সা.-কে বললে তিনি বললেন, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখো। তখন তারা সেই প্রতিবেশীকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! ওর ওপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো। এ কথা ওই প্রতিবেশীর কানে গেলে সে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না।

প্রতিবেশীর মানসম্মানের প্রতি লক্ষ রাখা যেমন জরুরি, তেমনি তাঁদের সম্পদ হেফাজত করাও কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সা. একবার তাঁর সাহাবিদের ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি ১০ জন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। এর পর তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির ১০ ঘরের লোকজনের বস্তুসামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর।

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাবার না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ইমানদারের পরিচয় হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সেই মানুষটি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ তার পাশেই প্রতিবেশীটি অভুক্ত অবস্থায় থাকে।

রাসূল সা. যে দোয়া নামাজে পড়তেন

দোয়ার আল্লাহর কাছে মানুষ প্রার্থনা করে। কোরআন ও হাদিসে বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলা হয়েছে। রাসূল সা. আমাদের অসংখ্য দোয়া শিখিয়েছেন। এরমধ্যে নামাজে পঠিত একটি দোয়া হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

তা হলো-

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিইলমিকাল গইব, ওয়া কুদরাতিকা আলাল খলকি, আহয়িনি মা আলিমতাল হায়াত খাইরান লি, ওয়া তাওয়াফফানি ইজা আলিমতাল ওফাতা খাইরান লি। আল্লাহুম্মা ওয়া আসআলুকা খশইয়াতাকা ফিল গইবি ওয়াশ শাহাদাতি, ওয়া আসআলিকা কালিমাতাল হাক্কি ফির রিদা ওয়াল গজবি, ওয়া আসআলুকাল কসদা ফিল ফাকরি ওয়াল গিনা। ওয়া আসআলুকা নাঈমান লা ইয়ানফাদু, ওয়া আসআলুকা কুররাতা আইনিন লা তানকতিউ, ওয়া আসআলুকার রিদা বা'দাল কাজা-ই, ওয়া আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মাউতি, ওয়া আসআলুকা লাজ্জাতান নাজরি ইলা ওয়াজহিকা, ওয়াশ শাউকা ইলা লিকা-ইকা ফি গাইরি দররাআ মুদিররাতিন। ওয়া লা ফিতনাতিম মুদিল্লাতিন।

আল্লাহুম্মা যাইয়িনা বিযি-নাতিল ঈমান,ওয়াজআলনা হুদাতাম মুহতাদিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার কাছেই আছে গায়েবের জ্ঞান, তুমি সমগ্র সৃষ্টির ওপর ক্ষমতাবান, তুমি যদি মনে করো আমার বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। আর তুমি যদি মনে করো মৃত্যু আমার কল্যাণকর, তাহলে আমার মৃত্যু ঘটাও। আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তোমাকে ভয় করার তাওফিক চাই, আমি খুশি ও রাগের সময়ে সত্য কথা বলার তাওফিক চাই, আমি মধ্যপন্থা তথা অভাবী ও ধনীর মাঝামাঝি জীবন যাপন করতে চাই।

আমি তোমার কাছে এমন নিয়ামত (অনুগ্রহ) চাই, যা শেষ হয়ে যাবে না। আমি তোমার কাছে চাই এমন চক্ষু শীতলকারী (বস্তু), যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। মৃত্যুর পর আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই। আমি তোমার কাছে মৃত্যুর পরে আরাম-আয়েশের শীতলতা চাই। আমি তোমার চেহারার দিকে দৃষ্টির প্রশান্তিস্বরূপ চেয়ে থাকতে চাই।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা কোনো ভ্রান্তিকর ফিতনাহ যেন বিনষ্ট করতে না পারে আমি সেই প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমানের সাজে সজ্জিত করো আর আমাদের হিদায়াতপ্রাপ্তদের পথের পথিক করো।

উপকার : আতা ইবনে সায়িব সূত্রে তাঁর পিতা সায়িব রা. বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. একবার আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়লেন। তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করে পড়েন। তখন কেউ কেউ তাঁকে বলেন, আপনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করেছেন। তিনি বলেন, এরপরও তো আমি নামাজে ওই সব দোয়া পড়েছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছ থেকে শুনেছি। এরপর যখন তিনি উঠলেন তখন একজন তাঁর পেছন পেছন গেল। [আত্বা রা. বলেন] তিনি ছিলেন উবাই, তিনি তাঁর নাম বলেননি। অতঃপর তিনি তাঁকে ওই দোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং এসে সবাইকে ওই দোয়ার খবর দিলেন। (নাসায়ি, হাদিস : ১৩০৫)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মুহাম্মদ সা: এটাকে কুরাইশদের বৃহত্তর স্বার্থ হিসেবে দেখেছেন। এই বার্তাটি কুরাইশদের মধ্যে অনুরণিত হয়, যারা জানত যুদ্ধ মক্কার স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যেখানে এক হাজার ৪০০ তীর্থযাত্রীর সফরে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

যুদ্ধের সমাপ্তি

মুহাম্মদ সা: এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে আলোচনার ফলে কুরাইশরা মুহাম্মদ সা:কে তীর্থযাত্রা করার অনুমতি দিতে সম্মত হয়, কিন্তু সেটি হবে পরের বছর। এর মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দশকব্যাপী শত্রুতার অবসান ঘটে। মুসলমানরা চুক্তিটিকে প্রথম দিকে অন্যায্য হিসেবে দেখেছিল, কারণ তারা হজের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা এ ব্যাপারে দেরি করতে চায়নি। এ ছাড়াও চুক্তিটি তাদের বাধ্য করেছিল যে, মুসলিমদের মধ্যে যারা সম্প্রতি মক্কা থেকে দলত্যাগ করেছিল তাদের মদিনা থেকে ফিরিয়ে দিতে যারা মদিনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তাদের বিনিময় ছাড়া রাজি হওয়া।

শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা চুক্তি মেনে নেন, কারণ মুহাম্মদ সা: এটাকে তাদের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। এখানে শুধু একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখার চ্যালেঞ্জ ছিল না, বরং বিরোধী মতের ব্যক্তিদেরকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজি করানোও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তাহলে মুহাম্মাদ সা: কিভাবে অন্য মুসলমানদের হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি মেনে নিতে রাজি করালেন এবং এখান থেকে কিভাবে আপনি অন্যদের প্রভাবিত করতে শিখতে পারেন।

আপনি কিভাবে প্রতিপক্ষকে বোঝাতে পারেন?

শুনুন, বাল্ডোনি তার বই ইন্সপায়ার : 'হোয়াট গ্রেট লিডারস ডু'তে, যুক্তি দিয়েছেন যে, এখানে লোকদের বিরোধিতা করার অনুমতি দেয়াটি গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিছক মত প্রকাশ করার বিষয় নয়; এটা বাস্তব বিরোধিতার স্বীকৃতি (বাল্ডোনি, ১০৮-০৯)।

সংঘর্ষে জড়াবেন না: জবরদস্তির পরিবর্তে বোঝানোর মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হোন। মুহাম্মদ সা: তাঁর সঙ্গীদেরকে তাদের পশু কোরবান করতে এবং তাদের মাথা মুণ্ডন (হজ পালনের অংশ) করতে বলেন। শুধু তারা নয়, তিনি নিজেও তাই করেছেন। আর তিনি প্রভাবিত করার মাধ্যমে তাদের মন পরিবর্তন করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে বাধ্য করার মাধ্যমে নয়।

মক্কায় প্রবেশ

হেজাজ এলাকায় মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে, মদিনার প্রতিবেশীর সাথে আরো চুক্তি স্বাক্ষর কমিয়ে মুহাম্মদ সা: কুরাইশ কাফেলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি করে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ধারণা ভুল প্রমাণ করেন।

এসব যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিশেষভাবে অন্য গোত্রগুলোকে মক্কা বা মদিনার সাথে মিত্রতা বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। আর কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার পথ ধরে থাকা বেশির ভাগ গোত্র মৈত্রির জন্য মদিনাকে বেছে নেয়।

(ক্রমশ...)

হালাল বা হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

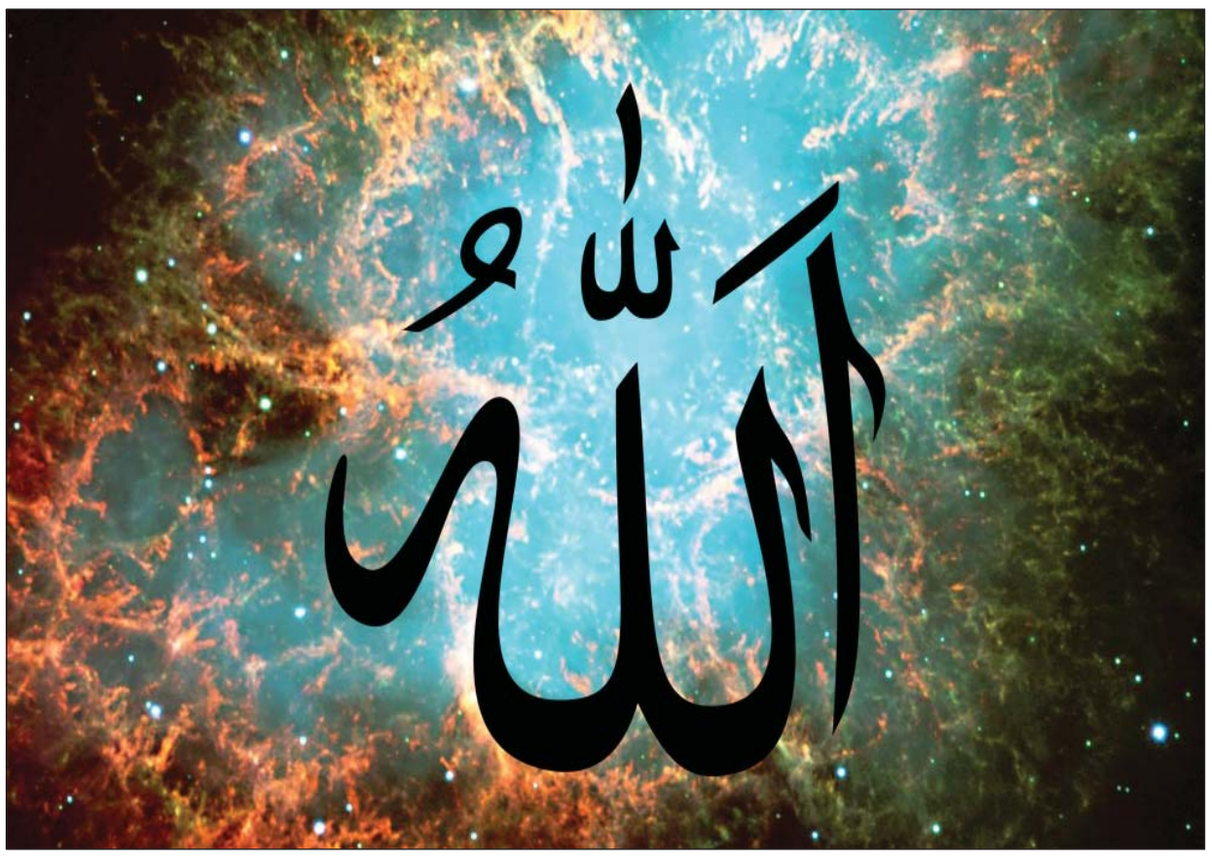

ইসলাম সাধারণভাবে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়, বস্তু ও কাজকে বৈধ বলেছে। তবে আল্লাহ বান্দার কল্যাণ বিবেচনা করে কিছু বিষয় নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন, যা সংখ্যায় খুব কম। নিম্নে ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

নিষিদ্ধ কাজ কী

ইসলামী শরিয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ বলতে এমন কাজ বোঝানো হয়, যা পরিহার করা আবশ্যক। যে কাজগুলো করলে শাস্তি এবং পরিহার করলে পুরস্কার আবশ্যক হয়।

(মাকালিদুল উলুম, পৃষ্ঠা ৬৩)

পবিত্র কোরআনে হারাম কাজ সম্পর্কে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার ওপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।' (সূরা. : বাকারাহ, আয়াত : ১৭৩)

নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহর সীমানাস্বরূপ

রাসূলুল্লাহ সা. নিষিদ্ধ কাজকে আল্লাহ সীমানা ঘোষণা করে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এই দুইয়ের মধ্যে আছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেকেই জানে না।

যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বিন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়গুলোতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের মতো, যে তার পশু বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা আছে। জেনে রাখো যে প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আল্লাহর জমিনে তার সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ কাজগুলো।

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২)

নিষিদ্ধ কাজ বোঝাতে শরিয়তের পরিভাষা

ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ বা পরিহারযোগ্য বোঝাতে বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন–১. হারাম (নিষিদ্ধ), ২. মামনু (নিষিদ্ধ), ৩. মাহজুর (পরিহারযোগ্য), ৪. মাসিয়া (পাপ), ৫. জাম্বুন (পাপ), ৬. মাকরুহ (অপছন্দনীয়)। এ ছাড়া পরিহারযোগ্য কাজ বোঝাতে মাঝজুর, কাবিহ, সাইয়িয়াহ, ফাহেসাহ, ইসমুন ইত্যাদি শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়।

মৌলিকভাবে সব কাজ বৈধ

হানাফি মাজহাবের মূলনীতি হলো 'যেকোনো বিষয় মৌলিকভাবে বৈধ।' যতক্ষণ না তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের দলিল পাওয়া যাবে।

এটাই বেশির ভাগ আলেমের মত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'সব অস্তিত্বশীল বস্তু, তার গুণাবলি ও প্রকারভেদ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের জন্য সাধারণভাবে হালাল বিবেচিত হবে। আর তা তাদের জন্য পবিত্রও বিবেচিত হবে পরিধান করা, ব্যবহার করা ও স্পর্শ করার ক্ষেত্রে।' (মাজমুউল ফাতাওয়া : ২১/৫৩৫)

নিষিদ্ধ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর

কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কোনো মানুষ আল্লাহ কর্তৃক হালাল বিষয় হারাম করতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে, 'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বলো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেছ?' (সূরা. : ইউনুস, আয়াত : ৫৯)

নিষিদ্ধ কাজের স্তরগুলো

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা আর কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা–যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।' (সূরা. : আরাফ, আয়াত : ৩৩)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওজি (রহ.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে আল্লাহ হারাম বা নিষিদ্ধ কাজকে চার স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। তা হলো–

১. আল্লাহ সবচেয়ে নিম্ন স্তরের হারাম দ্বারা শুরু করেছেন। সেটা হলো অশ্লীলতা।

২. এরপর আল্লাহ প্রথমটির চেয়ে গুরুতর হারাম কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। তা হলো আল্লাহর অবাধ্যতা, পাপ ও জুলুম করা।

৩. তৃতীয় স্তরে আল্লাহ আরো মারাত্মক ও গুরুতর নিষিদ্ধ কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। তা হলো আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা।

৪. চতুর্থ হারাম নিষিদ্ধ কাজ, যা উল্লিখিত তিনটি নিষিদ্ধ কাজ থেকেও মারাত্মক, তা হলো আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কোনো কথা বলা। 'না জেনে কথা বলা' দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর নাম, গুণাবলি, কাজ, তাঁর দ্বিন ও শরিয়তের ব্যাপারে না জেনে কোনো কথা বলা। (মাওয়ায়িজ, পৃষ্ঠা ৩৩)

যে নিষেধাজ্ঞা সাময়িক

ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দুই প্রকার :

১. যা সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ। যেমন–মদ, জুয়া, শূকরের গোশত, চুরি করা ইত্যাদি। এসব কাজ কখনো বৈধতা লাভ করে না।

২. যা আনুষঙ্গিক কারণে নিষিদ্ধ। যেমন স্ত্রীর বর্তমানে তাঁর বোনকে বিয়ে করা হারাম। স্ত্রী মারা গেলে বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে তাঁর বোনকে বিয়ে করা বৈধ। (হিদায়া, বিয়ে অধ্যায়)

মাকরুহও পরিহারযোগ্য

মাকরুহ হলো অপছন্দনীয় কাজ। যা হারাম না হলেও পরিহারযোগ্য। বুজুর্গ আলেমরা বলেন, মাকরুহ কাজ মানুষ যখন নির্দ্বিধায় করে, তখন তার হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয় বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন : ১. অনর্থক কথা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা, ৩. সম্পদ নষ্ট করা। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৩৭৩)

নিষেধাজ্ঞা মেনে চললেই সাফল্য

আল্লাহ মুমিনের পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের জন্যই দুনিয়াতে কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কোরো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।' (সূরা. : মায়িদা, আয়াত : ৯০)

অপারগের জন্য ক্ষমা

কেউ যদি অপারগ হয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয় এবং মনে মনে অনুতপ্ত থাকে, তবে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার ওপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা. : বাকারাহ, আয়াত : ১৭৩)

আল্লাহ সবাইকে নিষিদ্ধ কাজ পরিহারের তাওফিক দিন। আমিন।

এবার যাঁরা মক্কা ও মদিনায় তারাবির ইমাম

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবছরের মতো আসন্ন রমজান মাসে মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদে তারাবির নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এরই মধ্যে পবিত্র দুই মসজিদের তারাবি ও তাহাজ্জুদ নামাজের ইমামদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। গত সোমবার (৪ মার্চ) ইমামদের সঙ্গে রমজানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান শায়খ ড. আবদুর রহমান আল সুদাইস। এ সময় রমজানবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রকাশিত তালিকা অনুসারে এবার মোট চারজন তারাবির নামাজের ইমাম হিসেবে থাকবেন। প্রতিদিন দুজন করে ইমাম তারাবির ২০ রাকাত নামাজ পড়াবেন। তাঁরা হলেন শায়খ ড. আবদুল্লাহ আল বিন আওয়্যাদ আল-জুহানি, শায়খ ড. আবদুর রহমান আল-সুদাইস, শায়খ ড. বান্দার বিন আবদুল আজিজ বালিলাহ, শায়খ ড. মাহির বিন হামাদ আল-মুয়াইকালি। তাঁরা রমজানের শেষ ১০ দিন তাহাজ্জুদ ও বিতরের নামাজ পড়াবেন।

গত দুই বছরে পবিত্র এই মসজিদের ইমামতির পদ থেকে অব্যাহতি নেন শায়খ ড. ইয়াসির বিন রাশিদ আল-দাওসারি ও শায়খ ড. সুউদ বিন ইবরাহিম আল-শুরাইম।

এদিকে এ বছর মসজিদে নববীতে তারাবির নামাজে ছয়জন ইমাম দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা হলেন শায়খ ড. আবদুল্লাহ বুয়াইজান, শায়খ ড. আবদুল মুহসিন আল-কাসিম, শায়খ আহমদ বিন তালিব, শায়খ সালাহ আল বুদাইর। আর রমজানের শেষ ১০ দিনের তাহাজ্জুদ নামাজে তাঁদের সঙ্গে শায়খ ড. আলী আল-হুজাইফি ইমামতি করবেন।

গত বছর পবিত্র এ মসজিদে ড. আহমদ আল হুজাইফি ও শায়খ ড. খালিদ আল মুহান্না নামাজ পড়িয়েছেন। এবারের ইমামদের তালিকায় তাঁদের নাম দেখা যায়নি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১১ মার্চ পবিত্র রমজান শুরু হবে। এ মাসে বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম ওমরাহ পালন করে। গত বছর এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করে।

এ বছর দুই কোটিরও বেশি মুসল্লির আশা করছে সৌদি আরব।

প্রথম ব্রিটিশ হিসেবে ইউরোপে ‘ফিফটি’ কেইনের

আপনজন ডেস্ক: লাৎসিওর বিপক্ষে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে গতকাল রাতে অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় নেমেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। হ্যারি কেইনের জোড়া গোলে সেই পিছিয়ে থাকা থেকে ফিরতি লেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-০ ব্যবধানের জয় পেয়েছে জার্মান ক্লাবটি। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ গোলের জয়ে বায়ার্নের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার নায়কও কেইন। আর নায়ক হওয়ার রাতে দারুণ এক কীর্তিও গড়েছেন ইংল্যান্ডের এই স্ট্রাইকার। ব্রিটেনের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে উয়েফা আয়োজিত ক্লাব প্রতিযোগিতায় ন্যূনতম ৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁলেন কেইন।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে রাফায়েল গুয়েরেরোর পাস থেকে উয়েফার ক্লাব প্রতিযোগিতায় নিজের ৫০তম গোলটি তুলে নেন কেইন। ৬৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে মাইলফলকটি টপকেও যান। চ্যাম্পিয়নস লিগে এ নিয়ে ২৭ গোল হয়ে গেল কেইনের।

ইউরোপে দ্বিতীয় স্তরের টুর্নামেন্ট ইউরোপা লিগে কেইনের গোলসংখ্যা ১৮ এবং কনফারেন্স লিগে করেছেন ৬ গোল। উয়েফা আয়োজিত ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতায় ২৪তম খেলোয়াড় হিসেবে অন্তত ৫০ গোল করলেন কেইন।

কেইনের আগে ব্রিটেনের খেলোয়াড়দের মধ্যে এত দিন সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল লিভারপুল কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ডের দখলে। ৪১ গোল করেছিলেন সাবেক এই মিডফিল্ডার। চ্যাম্পিয়নস লিগে করেছেন ২১ গোল, উয়েফা কাপ/ইউরোপা লিগ মিলিয়ে ৯ গোল, চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ইউরোপা লিগ বাছাই মিলিয়ে করেছেন আরও ১১ গোল।

৪০ গোল নিয়ে তালিকায় তৃতীয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি ওয়েইন রুনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩০ গোল করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই স্ট্রাইকার। ৬ গোল করেছেন ইউরোপা লিগে। বাকি ৪ গোল করেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ বাছাইয়ে।

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০ গোলের (১৪৩ ম্যাচ) মাইলফলক ছোঁয়ার রেকর্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। ২০১৭ সালের এপ্রিলে এই রেকর্ড গড়েছিলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ছয় মাস পর তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিও উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় শত গোলের (১২২ ম্যাচ) মাইলফলকের দেখা পান।

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় গোলসংখ্যায় রোনালদো এখনো অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। সৌদি ক্লাব আল নাসর তারকার গোলসংখ্যা ১৪৫। অবশ্য ৩৯ বছর বয়সী রোনালদোর ইউরোপে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই এই গোলসংখ্যা সম্ভবত আর বাড়বে না। ১৩২ গোল নিয়ে দ্বিতীয় মেসি। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিও ইউরোপ ছেড়ে যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ফুটবলে। ৩৬ বছর বয়সী মেসিও সম্ভবত আর ফিরবেন না ইউরোপে। তাই গোলসংখ্যাও বাড়ার সম্ভাবনা নেই।

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় আরেকজন খেলোয়াড় শততম গোলের মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন—রবার্ট লেভানডফস্কি। বার্সেলোনা তারকার গোলসংখ্যা ১০১। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান কেইন ও পিএসজি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পের। ৩৪ ম্যাচে ৪১ গোলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন এমবাপ্পে। কেইনও ৪১ গোলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন, তবে এমবাপ্পের চেয়ে একটি ম্যাচ কম খেলেছেন বায়ার্ন তারকা। জয়ের পর কেইন বলেন, ‘এটা ছিল আমাদের জন্য নিখুঁত রাত। সবাই যেভাবে খেলেছে, সুযোগ তৈরি করেছে, সব মিলিয়ে উঁচুমানের পারফরম্যান্সই ছিল।’

মনে হয় বেন ডাকেট ঋষভ পন্তকে দেখেনি: রোহিত শর্মা

আপনজন ডেস্ক: ‘বাজবল’-এর অর্থটা কী, তা না জানলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এ সিরিজ তাঁকে আরও ভালো অধিনায়ক করে তুলেছে বলে মনে করেন রোহিত শর্মা। ধর্মশালায় আগামীকাল থেকে শুরু শেষ টেস্টের আগে ঋষভ পন্তের প্রসঙ্গ টেনে ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেটকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগও অবশ্য ছাড়েননি তিনি।

হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে হারলেও পরের তিন ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ভারত। এর আগে সর্বশেষ ২০২১ সালে ভারত সফরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেবারও সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতেছিল জো রুটের দল। তবে ৪ ম্যাচের সিরিজটি ঠিকই হেরেছিল ৩-১ ব্যবধানে। এবারও প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে ফলটা একই।

কিন্তু সেই ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে এবারের দলের পারফরম্যান্সের পার্থক্য আছে বলে মনে করেন রোহিত। ‘বাজবল’ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি জানি না, বাজবল মানে কী। আমি কাউকে খ্যাপাটেভাবে ব্যাট চালাতে দেখিনি। শেষবারের চেয়ে ইংল্যান্ড এবার ভালো খেলেছে। তবে আমি এখনো জানি না, বাজবলের অর্থ কী।’

সেটি না জানলেও ডাকেটকে অবশ্য খোঁচা দিয়েছেন রোহিত। দারুণ ফর্মে থাকা ভারত ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালের ব্যাটিং দেখে এর আগে ডাকেট বলেছিলেন, ‘যখন আপনি প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের এভাবে খেলতে দেখবেন, অন্যরা যেভাবে টেস্ট ক্রিকেট খেলছে, তার চেয়ে আলাদাভাবে (কাউকে) খেলতে দেখলে মনেই হয় যে আমাদের একটু কৃতিত্ব নেওয়া উচিত।’

ডাকেটের জবাবে এবার রোহিত বলেছেন, ‘আমাদের দলে ঋষভ পন্ত নামের একজন ছিল, হয়তো বেন ডাকেট তাকে খেলতে দেখেনি।’

অবশ্য এ সিরিজ তাঁর অধিনায়কত্বের উন্নতি করেছে বলে মনে করেন তিনি, ‘অধিনায়ক হিসেবে এ সিরিজটা আমার শেখার জন্য দারুণ ছিল। অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি আমরা। অধিনায়ক হিসেবে খেলোয়াড়দের কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে ব্যাপারে অনেক শিখেছি এবং অবশ্যই চাপে পড়লে কীভাবে ব্যবস্থা নিতে হয়, সেগুলোও। এ সিরিজ খেলা দারুণ এক অভিজ্ঞতা।’

রোহিত এরপর যোগ করেন, ‘আমি খুশি যে এ সিরিজে অধিনায়কত্ব করতে পেরেছি। অধিনায়ক হিসেবে আমার ঘাটতি কোথায় এবং কোন ব্যাপারগুলো ভিন্ন উপায়ে করতে হবে, সেগুলো বুঝেছি।’

২০২২ সালে বিরাট কোহলির পর টেস্ট অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেওয়া রোহিতের অধীনে এখন পর্যন্ত কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হারেনি ভারত। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবার কোহলির মতো খেলোয়াড়কে পাননি রোহিত, বাবা হওয়ার কারণে যিনি ছুটিতে আছেন। চোটের কারণে ছিটকে গেছেন লোকেশ রাহুল, যশপ্রীত বুমরাকেও টানা তিন টেস্টের পর বিশ্রাম দিতে হয়েছিল। তবে জয়সোয়ালের মতো তরুণ যেমন দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, সর্বশেষ টেস্টে ভারতকে জয়ের পথে নিয়ে গেছেন ধ্রুব জুরেল ও শুবমান গিলের মতো তরুণও।

রোহিত এ সিরিজকে বলছেন প্রত্যাবর্তনের, ‘অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে পূর্ণশক্তির দল পাইনি। এটা অজুহাত নয়, যা আছে, তা-ই নিয়ে কাজ করতে হবে, আবহটা ভালো রাখতে হবে, খোলামনে খেলতে হবে। এ সিরিজ আসলে প্রত্যাবর্তনের। সিরিজজুড়েই আপনি দেখে থাকবেন, আমরা চাপে পড়েছি, সেটি কাটিয়ে প্রতিপক্ষকে ফিরিয়ে দিয়েছি।’

ভারতের প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও, ‘একাধিক মুহূর্তে ভারত আমাদের চেয়ে ভালো করেছে। এটা স্কিল বনাম স্কিলের ব্যাপার এবং যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোতে ভারত ভালো করেছে।’

অধিনায়ক রোহিতের কাছে অধিনায়ক স্টোকস হার মেনেছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে স্টোকস বলেছেন, ‘সে সিদ্ধান্তের ভার আপনাকেই দিলাম।’

মেসির অলিম্পিকে খেলার পথে যেসব জটিলতার কথা জানালেন মাচেরানো

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির প্যারিস অলিম্পিকে খেলা না-খেলা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। মেসি নিজে এর আগে অলিম্পিকে খেলার ব্যাপারে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনা অলিম্পিকের মূল পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মেসির জন্য দুয়ার খোলা রাখার কথা বলেছিলেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানোও।

অলিম্পিকে সাধারণত অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেললেও কোচ চাইলে ৩ জন সিনিয়র খেলোয়াড়কেও দলে রাখতে পারেন। সে সুযোগ কাজে লাগিয়েই মেসিকে খেলাতে চান মাচেরানো। তবে দুই পক্ষের ইচ্ছা থাকার পরও মেসির অলিম্পিকে খেলা নিশ্চিত নয়। ব্যস্ত সূচি ও শারীরিক ক্লান্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে মেসির অলিম্পিক খেলার

পথে। এরপরও এখনই হাল ছাড়তে নারাজ মাচেরানো। মেসিকে দলে পেতে আরও অপেক্ষা করার কথা জানিয়েছেন সাবেক এ ফুটবলার।

মেসির অলিম্পিক খেলার ব্যাপারে জানতে চাইলে টিওয়াইসি স্পোর্টসকে মাচেরানো বলেছেন, ‘আমি লিওর (মেসি) সঙ্গে কথা বলেছি এবং পরবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার ব্যাপারে একমত হয়েছি। সে ইন্টার মায়ামির হয়ে কেবল মৌসুম শুরু করল। অলিম্পিকের আগে এখনো যথেষ্ট সময় বাকি আছে। এটাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার যে সামনে কোপা আমেরিকাও আছে। এটা খুব সহজ কোনো পরিস্থিতি নয়। আমাদের দেখতে হবে যে অলিম্পিকে খেলার মতো প্রাণশক্তি তার সত্যিই আছে কি না।’

অলিম্পিক খেলার জন্য মেসির ওপর বাড়তি কোনো চাপ দিতে চান না জানিয়ে মাচেরানো বলেছেন, ‘আমাদের বুঝতে হবে, লিও জানে যে বয়স তার শরীরের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে এবং তাকে সময় ব্যবস্থাপনা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। তাকে বিরক্ত করা কিংবা তার ওপর চাপ প্রয়োগ করা আমাদের উদ্দেশ্য না।’

নিজের খেলা সবচেয়ে ভালো বুঝি আমিই: জো রুট

আপনজন ডেস্ক: সমালোচকেরা যতই বলুন না কেন, নিজের খেলার ধরন বদলাবেন না জো রুট। তাঁর খেলা সবচেয়ে ভালো তিনিই বোঝেন, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন এ ইংলিশ ব্যাটসম্যান। রাজকোটে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে যশপ্রীত বুমরাকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ তোলেন রুট। তাঁর মতো ব্যাটসম্যানের কেন অমন শট খেলতে হবে, এমন সমালোচনা ওঠে এরপর। কেউ কেউ আবার তাঁর ওই শট খেলার সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। স্কাই স্পোর্টস ক্রিকেটের পডকাস্টে সাবেক দুই অধিনায়ক মাইকেল আথারটন ও নাসের হুসেইনের সঙ্গে আলোচনায় রুট তাঁর ওই আউট প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন। টেস্টে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক বলেন, ‘এ সিরিজে আমি কীভাবে আউট হয়েছি, আমার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো হতো—তা নিয়ে লোকে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলবে। তবে কোনো পরিস্থিতিতে যেটা সবচেয়ে ভালো মনে হবে, আমি সে

অনুযায়ী খেলে যাব। আমার খেলা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না।’

এরপর রুট যোগ করেন, ‘আমি এখন যেখানে, সে পরিস্থিতিতে এসেছি কারণ, আমি সব সময়ই আরও ভালো করার চেষ্টা করেছি, উন্নতির চেষ্টা করেছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলানোর চেষ্টা করেছি। এটা চলতে দিতে হবে। যদি আপনি থমকে যান, তাহলে সবার কাছে যে পরিমাণ তথ্য ও বিশ্লেষণ আছে— তাতে তারা (প্রতিপক্ষ) আপনাকে বুঝে ফেলবে।’

আর ইনিংসের ওই পর্যায়ে ওই শট খেলা প্রসঙ্গে রুটের যুক্তি, ‘হয়তো আপনি বলবেন, ওই সময়ে খেলা উচিত হয়নি। তবে এটা কিন্তু আগেও যখন খেলেছি, তখনো বলতে পারতেন। একইভাবে অফ স্টাম্পের ওপর থেকে যে ড্রাব করি আমি, সেটাতেও অনেক রান করি। বোলারকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।’

২ ম্যাচ নিষিদ্ধ বেলিংহাম

আপনজন ডেস্ক: রেফারির সঙ্গে বাদানুবাদের সময় প্রকাশের অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করায় রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামকে লা লিগায় ২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। আজ দেশটির সংবাদমাধ্যম ‘মুন্দো দেপোর্তিভো’ বেলিংহামের শাস্তির বিষয়টি জানিয়েছে। লা লিগায় গত শনিবার রাতে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে ২-২ গোলে ড্র করে রিয়াল। যদিও ম্যাচের যোগ করা সময়ে হেডে গোল করেছিলেন ইংলিশ তারকা বেলিংহাম। গোলটি হলে রিয়ালই জিতে যেত। কিন্তু হেডে তাঁর গোল এবং রেফারি হেসুস গিল মানজানোর শেষ বাঁশি—দুটিই একসঙ্গে ঘটে। কিন্তু রেফারি মানজানো গোলটিকে বিবেচনায় না নিয়ে খেলা শেষের ঘোষণা দেন। এতে রিয়ালের খেলোয়াড়েরা দৌড়ে এসে ঘিরে ধরেন রেফারি মানজানোকে। এ সময় বেলিংহাম প্রকাশের অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করে মানজানোকে বলেন, বলটি তখন বাতাসে ছিল। অর্থাৎ, শেষ বাঁশি বাজার আগে আক্রমণটি শেষ হওয়ার সুযোগ দেননি রেফারি। কথার মাঝে গালি ব্যবহারের কারণে সে রাতে লাল কার্ড দেখেন বেলিংহাম। এবার পেলেন ২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা। এর অর্থ লা লিগায় আগামী ১০ মার্চ ঘরের মাঠে সেলতা ভিগোর বিপক্ষে এবং ১৬ মার্চ ওসাসুনার মাঠে খেলতে পারবেন না তিনি। শনিবার ম্যাচ শেষেই লা লিগা কর্তৃপক্ষের কাছে বেলিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন রেফারি মানজানো। তিনি বলেন, ‘ম্যাচ শেষ হওয়ার পরও সে (বেলিংহাম) মাঠেই দাঁড়িয়ে ছিল এবং আক্রমণাত্মক মেজাজে আমার দিকে দৌড়ে এসেছিল। এরপর অকথ্য ভাষায় বলেই যাচ্ছিল ওইটা গোল হয়েছিল।’

ফেঁসে যাচ্ছেন রিয়াল কোচ, পাঁচ বছর কারাদণ্ড দাবি

আপনজন ডেস্ক: কর ফাঁকির অভিযোগে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তির ৪ বছর ৯ মাস কারাদণ্ড চেয়েছেন স্পেনের সরকারি কৌঁসুলিরা। ৬৪ বছর বয়সী ইতালিয়ান কোচ স্পেনের রাজস্ব বিভাগকে ১ মিলিয়ন ইউরোর বেশি কর থেকে বঞ্চিত করেছেন উল্লেখ করে দুটি অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আজ এক বিবৃতিতে স্পেনের কর কার্যালয় এ তথ্য জানায়।

আনচেলত্তির বিরুদ্ধে ওঠা কর ফাঁকির ঘটনাটি এক দশক আগের। এবারের আগে ২০১৩-১৫ মেয়াদেও রিয়ালের কোচ ছিলেন আনচেলত্তি। এর মধ্যে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে তিনি ইমেজ-স্বত্ব বাবদ আয়ের তথ্য লুকিয়েছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করে কর কার্যালয়, ‘যদিও তিনি নিজেকে স্পেনের একজন করদাতা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং আবাসস্থল হিসেবে মাদ্রিদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, তবু কর রিটার্নে শুধু রিয়াল মাদ্রিদ থেকে প্রাপ্য ব্যক্তিগত সম্মানীটুকুই দেখিয়েছিলেন।’ মাদ্রিদের কর কার্যালয়ের অভিযোগ, ইমেজ-স্বত্ব বাবদ পাওয়া অতিরিক্ত আয়ের তথ্য লুকাতে শেল কোম্পানির ‘বিভ্রান্তিকর’ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন আনচেলত্তি। কর ও আর্থিক সক্ষমতা ফাঁকি দেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভিন্ন দেশে নামমাত্র কোম্পানি খুললে তা ‘শেল’ কোম্পানি নামে পরিচিত। এর আগে গত জুলাইয়ে স্পেনের আদালত কর ফাঁকির মামলায় আনচেলত্তির বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

২০২১ সালে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক জোট ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস বা আইসিআইজে গোপনে অন্য দেশে সম্পদ বিনিয়োগকারীদের নথি ফাঁস করে, যা প্যান্ডোরা পেপারস নামে পরিচিতি পায়। ওই তালিকায় ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ১৩ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের নামও বের হয়ে আসে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আনচেলত্তি। ইতালির এই কোচ ২০১৫ সালের মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে পরের বছর বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেন। এরপর নাপোলি ও এভারটন ঘুরে ২০২১ সালের জুনে আবারও মাদ্রিদের ক্লাবটিতে ফেরেন।

বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট খেলতে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিদায় শাহবাজ নাদিমের

আপনজন ডেস্ক: বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকুক বা না থাকুক, দেশটির ক্রিকেটারদের নিজ দেশের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনুমতি নেই। কেউ দেশের বাইরে টি-টোয়েন্টি লিগগুলো খেলতে চাইলে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এবার সে পথ বেছে নিলেন দেশটি ক্রিকেটার শাহবাজ নাদিম। ভারত জাতীয় দলের হয়ে ২ টি টেস্ট খেলা এই ৩৪ বছর বয়সী ক্রিকেটার ভারতের হয়ে সবধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জাতীয় দলে খুব বেশি সুযোগ না হলেও নাদিম ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ পরিচিত মুখ। এক সময় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও নিয়মিত খেলতেন। তবে এখনো কোথাও তেমন সুযোগ পান না। সর্বশেষ তিন বছর আগে ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছিলেন তিনি।

ভবিষ্যতে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না। এমনকি আইপিএলেও নিজের ভবিষ্যৎ দেখছেন না। তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছে এই বাঁহাতি স্পিনারের জন্য।

অবসরের কথা জানাতে গিয়ে নাদিম বলেন, ‘দীর্ঘদিন বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম এবং এখন আমি তিন সংস্করণ থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি সবসময় অনুভব করি, যদি (ভারতের হয়ে খেলার) আপনার কোনো অনুপ্রেরণা থাকে, তাহলে সবসময় নিজেকে ভালো পারফরম্যান্সের জন্য তাগাদা দিতে থাকবেন। তবে এখন আমি জানি, ভারতীয় দলে হয়তো আর সুযোগ পাব না, তাই তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়াটাই ভালো। আমিও বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার পরিকল্পনা করছি।’

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৪০ ম্যাচের ক্যারিয়ারে তার শিকার ৫৪২ উইকেট। ইনিংসে পাঁচ উইকেট আছে ২৮ বার।

আর ম্যাচে ১০ উইকেট আছে সাতবার। ৩০ বছর বয়সে টেস্ট অভিষেক হয় তার। দুই টেস্টে নাদিম নেন ৮ উইকেট। ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলার পর আর সুযোগ পাননি দেশের হয়ে খেলার।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**